প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত

আগাছা

[স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত নাটক]

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫, রবীন্দ্র সরণী,
কলিকাতা-৬

তৃতীয় মুদ্রণ

ছেপেছেন—
কে, সি, ধর
"ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌"
৩২৭, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৫

[redacted] টাকা।

মুখবন্ধ

রতন গাঁয়ের এক দস্যি ছেলে গোরা। কতই আর বয়েস? চব্বিশ পঁচিশ। অমন বিড়ি টানতে মড়া পোড়াতে, রোগীর সেবা করতে আর অসৎ লোকদের ঠ্যাঙাতে কেউ পার ত না। ছিল মামার বাড়ীতে; সেখানে মামাকে জ্বালিয়ে মামীকে পুড়িয়ে একদিন সে বি-এ পাশ করল। ডিপ্লোমা পেয়ে ভাবল,—কি হবে এ ছাই দিয়ে? উনুনে গুঁজে দিল ডিপ্লোমা। তারপর এল রতন গাঁ জ্বালাতে। ডাকসাইটে জমিদার অগ্নিবরণ কান্তিলাল প্রথমে হলেন অবাক, তারপর হলেন অত্যন্ত বিরক্ত, তারপর ক্রোধে ফেটে পড়লেন। গাঁয়ের এই আগাছা উপরে ফেলবার জন্য তিনি উঠে পড়ে লাগলেন। কি হল তারপর? আগাছা কি সত্যই তিনি উপরে ফেলেছিলেন? যাদের জন্য গোরা জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য মনে করে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল, তারা কি তার মর্য্যাদা রেখেছিল?

গ্রন্থকার।

পরিচয়

অগ্নিবরণ	...	...	জমিদার।
সিদ্ধেশ্বর	...	...	ঐ কর্ম্মচারী।
গোবৰ্দ্ধন	...	...	পাইক।
ভজন সিংহ	...	...	দারোয়ান।
চণ্ডী পাল	...	...	আড়ৎদার।
চূড়ামণি	...	...	ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
গোরা	...	...	বলিষ্ঠ যুবক।
ভানু	...	...	সিদ্ধেশ্বরের পুত্র।
বাদল	...	...	গোরার সহচর।
বিনোদ	...	...	বিড়িওয়ালা।
নসীরাম, বিপিন	...	...	গ্রামস্থ যুবকগণ।
সিরাজ	...	...	চাষী।
আদম	...	...	ঐ পুত্র।

আগাছা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

ক্লাব-ঘর।

[সভ্যগণ বসিয়াছিল; তাঁহাদের মধ্যে কেহ চানাচুর চিবাইতেছে, কেহ ঝিমাইতেছে, কেহ হারমনিয়ামে সুর তুলিতেছে, কেহ পাট লিখিতেছে।]

নসীরাম। সব ত হল, এখন বক্তিয়ার করবে কে?

বিনোদ। আমারে বক্তিয়ার না দিলে আমি এক পয়সা চান্দা দিমু না।

নসীরাম। তুই ঢাকাইয়া বাঙ্গাল বক্তিয়ার করবি কি রে?

বিনোদ। বাঙ্গাল বাঙ্গাল করিস না নইস্যা। আমি হালা সাত নাইট বক্তিয়ারের পাট কইছি।

বিপিন। তা ত কইছ? কিন্তু তুমি যে "হালা হালা" করে সব মাটি করে দেবে।

বিনোদ। "হালা হালা" করুম ক্যান্? আমি কি পোলাপান না বলদ? আমার ঐ খ্যাষ কথা নইস্যা, বক্তিয়ার আমারে না দিলে আমি চান্দা ত কিছু দিমুই না, তার উপর আমার হারমনিও লইয়া যামু।

নসীরাম। কেন তুই অবুঝ হচ্ছিস বিনোদ? বক্তিয়ার তোকে মানাবে না।

বিনোদ। আমারে মানাইব না, কোন্ হালারে মানাইব?

বিপিন। তার চেয়ে তুই ঘাতকটা কর।

বিনোদ। কি? আমি হালা শাখারী টোলার বিনোদ, আমি কনু গাতকের পাট? যে এ কথা কয় তারে কিলাইয়া সিদা করুম।

নসীরাম। আচ্ছা তুই এক নম্বর বক্তিয়ার বল্ ত শুনি।

বিনোদ। হোন্ তবে। [গলা ঝাড়িয়া লইল]

"শাহাজাদি, সরমাট নন্দিনি,
হালা মৃত্যুবয় দেহাও কাহারে?
জান না কি তাতার বালক
হালা ছুটে যায় সিংহশিশুসনে
করিবারে মল্লরণ?
হালা শানিত ছুরিকা ক্ষুদ্র
কিরণক তার? হালা—

[সকলের হাস্য]

বিনোদ। ভ্যাট্‌কাও ক্যান? কিলাইয়া সিদা করুম।

গোরার প্রবেশ।

গোরা। ওরে, এই বাঙ্গাল, শীগগির আয়।

বিনোদ। বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর ক্যান্? চালাকি পাইছ? আমি ঢাকার পোলা, শাখারী টোলার বিনোদ, খেয়াল রাইখ্য। নাইলে কিলাইয়া সিদা করুম।

গোরা। তোরা হাঁ করে রইলি যে? শুনতে পাচ্ছিস্ না? বান এসেছে, বান; মালিণীর চর ভেসে গেছে। সবাইকে ডেকে ডুকে নিয়ে শীগগির চল হতভাগাদের এ পারে নিয়ে আসি।

বিপিন। কি করে আনবে?

গোরা। নৌকো করে।

বিপিন। বানের মধ্যে কে কার নৌকো দেবে?

গোরা। না দেয় জোর করে কেড়ে নেব। তা বলে একশোঘর লোক বানের জলে ভেসে যাবে?

নসীরাম। ভগবানের মার, আমরা কি করব?

গোরা। ভগবানের নিকুচি করেছে। ভগবান্ ভগবান্ করে বুক চাপড়ে কাঁদলে আকাশ ফুঁড়ে চালের বস্তা পড়বে না। হাত-পা ওয়ালা মানুষ আমরা, আমাদের যেটুকু সাধ্য, তা ত করতে হবে।

নসীরাম। এতগুলো লোক এপারে এনে রাখবে কোথায়?

গোরা। কেন, ইস্কুল ঘরে।

বিপিন। জমিদার বাবুর Permission পেয়েছ?

গোরা। না রে না, Permission দিলে না।

বিনোদ। তবে? ইস্কুল ঘরে ঢোকাইবা ক্যামতে?

গোরা। জোর করে ঢোকাব; সে জন্যে তোদের ভাবতে হবে না। সব দায়িত্ব আমার।

নসীরাম। অমন কাজ করো না গোরা। এ যে সে জমিদার নয়, বাঘা জমিদার অগ্নিবরণ কাঞ্জীলাল। মেরে আমসত্ব বানিয়ে দেবে।

গোরা। মারে আমাকে মারবে, তোদের কিছু হবে না। আয় ভাই আয়।

বিপিন। কে যাবে? আমি ত সর্দ্দি কাসিতে মরে গেলাম।

নসীরাম। আমার ত আমবাগান ক্লাবে আজ full rehearsal.

গোরা। বানের জলে গরু-বাছুর মানুষ পর্য্যন্ত ভেসে যাচ্ছে, আর তোদের full rehearsal বন্ধ হবে না?

নসীরাম। বা রে, পরশু প্লে, rehearsal বন্ধ করলে চলে?

বিনোদ। ছাতার রিহার্স্যাল। মানুষ মইরা গেলে হালা প্লে শুনব কেডা?

নসীরাম। তুই চুপ কর বাঙ্গাল।

বিনোদ। বাঙ্গাল বাঙ্গাল করিস না নইল্যা। কিলাইয়া সিদা করুম। কাণ্ডটা দেখছ? এতক্ষণ ঘর ভরা লোক আছিল। সব হালা পলাইছে। বানের জল বাইচ্ছা বাইচ্ছা চাষী গো ঘরেই ঢুকব? তো-গ ঘরে ঢুকব না?

বিপিন। তোর আর বক্তৃতা করতে হবে না। বাঁধিস্ ত বিড়ি, এত বড় বড় কথা বলছিস কেন?

বিনোদ। বিড়ি বান্ধি আর যাই বান্ধি, হালা তো-গ মত সাহেবের জুতা লাথি ত খাই না।

গোরা। তাহলে তোরা যাবি না?

বিপিন। আমি ত ভাই সর্দ্দিকাসিতে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে আছি।

বিনোদ। থাক, জন্ম জন্ম অকম্মা হইয়া থাক। হালা মিথ্যুক।

বিপিন। মুখ সামলে কথা বলবি বাঙ্গাল।

বিনোদ। আবার বাঙ্গাল? কিলাইয়া সিদা করুম। দে আমার হারমনি দে।

গোরা। সতরঞ্চিটাও নিয়ে যাই, দরকার হবে।

নসীরাম। সতরঞ্চি নেবে মানে? এটা ক্লাবের Property.

গোরা। Club উচ্ছন্ন যাক। যে ব্যাটা এখানে রিহার্স্যাল দিতে আসবে, আমি তার ঠ্যাং খোঁড়া কর্ব্ব। বদমাইসেরা, বানের জলে মানুষের সর্ব্বস্ব ভেসে গেল, আর—তোমাদের স্ফূর্ত্তি কমে না? তুই শূয়ারই ত মাষ্টার? বেরো তোর মাষ্টারি নিয়ে [নসীরাম কে গলাধাক্কা]

নসীরাম। এই, ভাল হবে না। পুলিশ, পুলিশ। [প্রস্থান।

বিনোদ। হালা পুলিশ কি করব? যা, বারী গিয়া রিহার্স্যাল দে।

বিপিন। থাম্ বাঙ্গাল।

গোরা। যা বেরো। [পা দিয়া ঠেলিয়া দিল]

বিপিন। বাঙ্গাল শূয়ারের বিড়ির দোকান আমি পোড়াব, তবে আমার নাম বিপিন চাকলাদার। [প্রস্থান।

বিনোদ। লও যাই গোরা। দুইডা লোকেরও যদি বাঁচাতে পারি তাই বা হালা কম কি?

বাদলের প্রবেশ।

বাদল। গোরা দা,—নদীর ঘাটে আর ত নৌকো নেই। এক খানা বড় নৌকো দুর্গা ঠাকুর নিয়ে আসছে।

গোরা। ঠিক আছে। দুর্গা ঠাকুর ফেলে দিয়ে মানুষ ঠাকুর নিয়ে আসি চল্।

বাদল। ফেলে দেবে? কিন্তু আজ যে পঞ্চমী।

গোরা। এবার পঞ্চমীতেই মা দুর্গাকে বিসর্জ্জন দেব। বাঙ্গলা-দেশে আরও কত ঠাকুরের পূজো হবে; মায়ের ঠিক পুষিয়ে যাবে।

বাদল। ওরা ফেলতে দেবে কেন?

গোরা। ইচ্ছে করে কি কেউ দেয়? গোরার গুঁতো খেলেই দেবে। চল্ বাঙ্গাল।

বিনোদ। বাঙ্গাল কইলা যে? যামুনা যাও।

বাদল। আরে তুমি চটছ কেন? তুমি বীর বক্তিয়ার; সুলতানা রিজিয়ার ডান হাত; ছোট কথায় তুমি কাণ দাও কেন? ঢাকায় তোমার বক্তিয়ারের অভিনয় অমর হয়ে আছে।

বিনোদ। তুমি হোনছ?

গোরা। আমিও শুনেছি। "হালা" গুলো বাদ দিলে ও রকম অভিনয় হয় না।

বাদল। আচ্ছা তুমি হালা না বলে পার না?

বিনোদ। পারুম না ক্যান হালা?

গোরা। বাঃ, এই ত পেরেছিস্। চল্ ভাই. আর দেরী নয়।

[সকলের প্রস্থান।

[পর্দ্দা নামিয়া আসিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জমিদারের বহির্ব্বাটী।

[বৃদ্ধ সিরাজ কপালে খোলামকুচি লইয়া উর্দ্ধমুখে বসিয়া আছে। গোবর্দ্ধন বেত হাতে দাঁড়াইয়া আছে।]

সিরাজ। আল্লা, পানি।

গোবর্দ্ধন। পানি দেব ব্যাটা? কথা নেই, বাত্রা নেই, শানকি বদনা নিয়ে সগুষ্ঠী নহবৎখানায় ঢুকলেই হল!

সিরাজ। মুই ঢুকতে চাই নি পাইক সাহেব। ইস্কুল বাড়ীতেই ছিনু। ছোট ছেলেডার ব্যামো হল কিনা; তাইতে গোরাবাবু আমায় নোবৎখানায় ঢুকিয়ে দিলে।

গোবর্দ্ধন। আর তুমি অমনি কাঁথা-মাদুর নিয়ে আরাম করে ঢুকে পড়লে। ছেলের বাযি্য বমিতে মেজে ভেসে গেছে, কোন্ ব্যাটা পরিষ্কার করবে রে শূয়ার?

সিরাজ। মুই যাবার সোমায় ধুয়ে পুঁছে দিয়ে যাব পাইকসাহেব।

গোবর্দ্ধন। সে ত যাবি; কিন্তু আজ বাদে কাল পূজো; বাজনদাররা বসবে কোথায়?

সিরাজ। কি করব কত্তা? ছেলেডা আরাম হলেই চলে যাব।

গোবর্দ্ধন। তা হবে না। আজই চলে যেতে হবে। বল যাবি, তাহলে ছেড়ে দেব। নইলে এমনি করে কপালে খোলামকুচি দিয়ে দিনরাত বসিয়ে রাখব।

সিরাজ। গোরাবাবু যে বলেছে, আমি না এলে যাস নি।

গোবর্দ্ধন। তবে সে শালা আসুক, তুই ততদিনে কবরে যা।

সিরাজ। আল্লা—যাঃ, পড়ে গেল।

গোবর্দ্ধন। পড়ে গেল। বদমাস! চালাকি পেয়েছ? আমার নাম গোবর্দ্ধন পাইক। [প্রহার]

সিরাজ। আ—আ—

গোবর্দ্ধন। এবার যদি পড়ে, তোর মুণ্ডুটা কেটে ফেলব। [কপালে খোলামকুচি দিল

গোরার প্রবেশ।

গোরা। সিরাজ আছিস, সিরাজ?

সিরাজ। বাবু,—[হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল]

গোরা। এ কি? কপালে খোলামকুচি দিয়ে বসিয়ে রেখেছ বুড়ো মানুষটাকে? [খোলামকুচি তুলিয়া লইল]

গোবর্দ্ধন। এই, খোলামকুচি তুললে যে?

গোরা। খোলামকুচির নিকুচি করেছে। [খোলামকুচি পায়ে মাড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল]

গোবর্দ্ধন। কি? বাবুর রাজ্যে বাস করে বাবুকে অপমান!

গোরা। কথা কয়ো না। ভাল হবে না বলছি। যা সিরাজ, ঘরে যা। তোর যতদিন খুশী নহবৎখানায় থাকবি। কে তোকে তোলে আমি দেখতে চাই। যা চলে যা।

গোবর্দ্ধন। চলে যা বললেই হল?

গোরা। হ্যাঁ, বললেই হয়। আমার নাম গোরাচাঁদ, চেন না আমাকে! বেশী বাড়াবাড়ি করলে চিনিয়ে দেব; তোমাকেও, তোমার বাবুকেও।

গোবর্দ্ধন। কি, এতবড় কথা? মাথাটা উড়িয়ে দেব জান?

গোরা। আয়, ওড়া মাথাটা, দেখি তুই কেমন পাইক, আর আমি কেমন গুণ্ডা। সিরাজ, কেন তুই দাঁড়িয়ে আছিস্? যা বলছি।

সিরাজ। যাব? কিন্তু বাবু যদি—

গোরা। বাবু যদি তোর ঘরের ত্রিসীমানায় যায়, আমার লোকেরা তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে।

গোবর্দ্ধন। খবরদার এক পাও নড়বি না বলছি। মারব লাঠির বাড়ি। [যষ্টি উত্তোলন]

গোরা। [লাঠি কাড়িয়া লইল] [সিরাজের প্রস্থান।

গোবর্দ্ধন। তবে রে শা—

গোরা। [গোবর্দ্ধনকে প্রহার]

অগ্নিবরণের প্রবেশ।

অগ্নিবরণ। এ কি!

গোবর্দ্ধন। দেখুন বাবু, এই ব্যাটাচ্ছেলে—

গোরা। আবার!

অগ্নিবরণ। সেই বুড়োটা কোথায়? আমি না বলেছিলুম তাকে কপালে খোলামকুচি দিয়ে বসিয়ে রাখতে?

গোবর্দ্ধন। রেখেছিলুম হুজুর। এই লোকটা তাকে ছেড়ে দিয়েছে। মারুন হুজুর, ব্যাটার বড্ড বাড় বেড়েছে। আমি গোবর্দ্ধন পাইক, আমার গায়ে হাত তোলে! আমি যদি ওকে সুবিধে মত একদিন পাই, পিশে ছাতু করে ফেলব, তবে আমার নাম গোবর্দ্ধন পাইক।

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। কি নাম তোর?

গোরা। আপনি কি সবাইকেই তুই তোকারি করেন না কি?

অগ্নিবরণ। বেয়াদপি করো না। আমার নাম অগ্নিবরণ কাঞ্জিলাল।

গোরা। আমার নাম গোরা।

অগ্নিবরণ। গোরা! তুমিই বুঝি আমাদের সরকারের ভাই-পো! এতদিন ছিলে কোথায়?

গোরা। মামার বাড়ীতে ছিলুম—চম্পাহাটিতে।

অগ্নিবরণ। এখানে মরতে এসেছ কেন?

গোরা। আর মরবার জায়গা নেই বলে। মামা মামী দু জনেই মারা গেলেন কি না। বিষয় আষয় যা ছিল, কাকা সব বিক্রি করে আমাকে নিয়ে এল। সে আজ দু বছর। মনে কচ্ছি এখানেই থেকে যাব।

অগ্নিবরণ। বড় বাধিত হলুম। কি কাজ করা হয়?

গোরা। কাজ কি একটা? রোগীর সেবা, মড়া পোড়ানো, কচুরিপানা ধ্বংস করা, আর দরকার মত একে ওকে মারধোর করা।

অগ্নিবরণ। আমার স্কুল ঘরে চাষীদের ঢুকিয়ে দিয়েছে কে?

গোরা। আমিই দিয়েছি বাবু।

অগ্নিবরণ। অনুমতি পেয়েছিলে?

গোরা। আজ্ঞে না।

অগ্নিবরণ। তবে?

গোরা। ইস্কুল ত এখন বন্ধই আছে; আর না থাকলেই বা কি? পড়া ত হয় মাষ্টারদের গুষ্ঠীর মাথা। ও ছাই পড়ে আর কি হবে?

অগ্নিবরণ। বটে! নিজে কদ্দূর লেখাপড়া শিখেছ?

গোরা। তা আপনার আশীর্ব্বাদে নকল ফকল করে বি, এ-টা পাশ করেছিলুম। কনভোকেশানে গিয়ে ডিপ্লোমাও নিয়েছিলুম।

অগ্নিবরণ। তারপর?

গোরা। তারপর বাড়ীতে এসে দিব্যদৃষ্টিতে দেখলুম,—এর চেয়ে রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখলে অনেক ভাল হত। এইরূপ জ্ঞান লাভ করে ডিপ্লোমাখানা জ্বলন্ত উনুনে গুঁজে দিলুম।

অগ্নিবরণ। তুমি উচ্ছন্ন যাও। কিন্তু আমার নহবৎখানায় এই উল্লুকটাকে ঢুকিয়ে দেবার সাহস তোমায় কে দিলে?

গোরা। সাহস কি কেউ দেয় বাবু? সাহস হচ্ছে অন্তরের জিনিষ। আর সিরাজ উল্লুক নয়, একটা জ্যান্ত লোক। ইস্কুল ঘরেই ছিল; ছেলেটার রক্ত আমাশা হল; ভাবলুম, স্যাঁতসেঁতে ঘরে থাকা আর ভাল হবে না।

অগ্নিবরণ। তাই আমার নহবৎখানায় নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসেছ।

গোরা। ঘরটা ত পড়েই আছে।

অগ্নিবরণ। পড়েই আছে? কাল বাজনদাররা এসে থাকবে কোথায়?

গোরা। আরও ত কত ঘর আছে, একটা খুলে দিন।

অগ্নিবরণ। না না, ওই নহবৎখানায়ই থাকবে।

গোরা। ছেলেটার অসুখ সারুক, তারপর এসে থাকলেই হবে।

অগ্নিবরণ। চোপরাও বদমায়েস।

গোরা। আপনি শুধু শুধু রাগের অপব্যয় কচ্ছেন।

অগ্নিবরণ। আমি ওই লোকটার কপালে খোলামকুচি দিয়ে বসিয়ে রাখতে হুকুম দিয়েছিলুম। তুমি তাকে ছেড়ে দাও কোন্ সাহসে?

গোরা। মানুষ ত জানোয়ার নয় হুজুর যে তাকে যখন তখন ফুটবলের মত শুট্ করবেন। কপালে খোলামকুচি দিয়ে বসে থাকতে যে কি আরাম লাগে, নিজে একবার পরখ করে দেখুন, তারপর অপরকে সে শাস্তি দেবেন।

অগ্নিবরণ। কে আছিস্? আমার চাবুক।

গোরা। চাবুক দিয়ে এ জাগ্রত জনশক্তিকে আর বেশীদিন কাবু করে রাখতে পারবেন না বাবু। মানুষ আপনি, মানুষের বিপদে মানুষের দরদ নিয়ে এগিয়ে আসুন। মান যাবে না, ঐশ্বর্য্যও ফুরুবে না। আপনার অনেক আছে কোন কাজে লাগে না। আপনার বাগান-বাড়ীতে বাঈজীরা নাচে, মোসাহেবরা মদ খায় আর মুখ খিস্তি করে। কত মেয়ে ওখানে ধর্ম্ম হারিয়েছে, কত মাথা ওর মাটির তলায় চাপা

পড়ে আছে। আজ ওখানে গৃহহারা সর্ব্বহারা আপনারই প্রজাদের স্থান দিন। তাদের পায়ে পায়ে সাত পুরুষের পাপের ছাপ উঠে যাবে।

অগ্নিবরণ। তুমি ইস্কুল ঘর থেকে আর নহবৎখানা থেকে আজ এখনি এই লোকগুলোকে সরিয়ে নেবে কি না?

গোরা। নিয়ে কোথায় রাখব বলে দিন।

অগ্নিবরণ। আমি তার কি জানি?

গোরা। আপনারই ত প্রজা।

অগ্নিবরণ। উচ্ছন্ন যাক প্রজা।

গোরা। প্রজা উচ্ছন্ন যাবে, আর জমিদারবাবু ফ্যানের তলায় সোণার খাটে বসে ভুঁড়িতে তেল মালিশ করবেন!

অগ্নিবরণ। গোরা!

গোরা। ওরা যাবে না। ইস্কুল বন্ধ থাক, নাই বাজুক নহবৎ। বন্যার জল নেমে না যাওয়া পর্য্যন্ত ওরা যে যেখানে আছে, সেই-খানেই থাকবে। আপনার সাধ্য থাকে, তুলে দিন।

অগ্নিবরণ। ওদের ত তুলে দেবই, তোমাকেও খুন করব।

গোরা। খুন হতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ওদের গায়ে কাঁটার আঁচড় দিলে বিশেষ আপত্তি আছে।

চণ্ডী পালের প্রবেশ।

চণ্ডী। বাবু, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বাবু।

অগ্নিবরণ। কি হয়েছে পাল মশায়?

চণ্ডী। বাবু, নৌকো করে কুমোর বাড়ী থেকে আমাদের ঠাকুর নিয়ে আসছিল—হায় হায় হায়।

অগ্নিবরণ। কি হয়েছে ঠাকুরের?

চণ্ডী। গুণ্ডারা নদীর ঘাটে—হায় হায় হায়।

অগ্নিবরণ। নদীর ঘাটে কি?

চণ্ডী। নদীর ঘাটে ঠাকুর নামিয়ে রেখে—হায় হায় হায়।

অগ্নিবরণ। কেবল "হায় হায়"ই করবেন না কথাটা বলবেন?

গোরা। কথাটা এই যে গুণ্ডারা ঠাকুর নামিয়ে রেখে সেই নৌকোয় চাষীদের পার করে এনেছে।

অগ্নিবরণ। তারপর? ঠাকুর নিয়ে এসেছ ত?

চণ্ডী। আর এনে কি করব বাবু? বৃষ্টিতে সব রং ধুয়ে গেছে আর মাথা গলে গেছে। হায় হায় হায়। এখন আমি করব কি? এ যে মানসিক পূজো! দশ জোড়া পাঁঠা বলির জন্যে কিনে রেখেছি বাবু।

গোরা। সেইজন্যেই ঠাকুর আহ্লাদে গলে গেছে। মা-কে অত পাঁঠার লোভ দেখালে ও রকম হয় পাল মশায়।

চণ্ডী। এখন আমি কি করব বাবু? হায় হায় হায়।

গোরা। পাঁঠাগুলোকে ছেড়ে দিয়ে নিজে হাঁড়িকাঠে মাথা দিন গে। দেখবেন মায়ের মাথা আবার গজিয়ে গেছে।

অগ্নিবরণ। থামো। যান পাল মশায়, আমি এখনি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, যেখানে প্রতিমা পাবে, নিয়ে এসে আপনার বাড়ীতে পৌছে দেবে।

চণ্ডী। হুজুরের জয় হোক, হায় হায় হায়।

অগ্নিবরণ। গুণ্ডাদের আপনি চেনেন?

গোরা। আমি চিনি হুজুর। তারা আমারই লোক।

অগ্নিবরণ। তোমারই লোক?

গোরা। আজ্ঞে। আমারই হুকুমে তারা এ কাজ করেছে।

অগ্নিবরণ। আমি তোমায় কি করব জান?

গোরা। না, এখনও জানতে পারি নি।

অগ্নিবরণ। আমি তোমায় জ্যান্ত কবর দেব।

গোরা। আমার সঙ্গে আপনাকেও নিয়ে যাব হুজুর। বুঝে কাজ করবেন।

চণ্ডী। হায় হায় হায়। [প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। ভজন সিং!

ভজন। [নেপথ্যে] হুজুর।

অগ্নিবরণ। ইধার আও উল্লু।

ভজনসিংহের প্রবেশ।

ভজন। ফরমাইয়ে সরকার।

অগ্নিবরণ। মার ডালো হারামজাদকো। একদম খতম্ কর দেও। চিল্লানে মৎ দেও, আগারি মু বানকে ডাণ্ডা চালাও। [প্রস্থান।

ভজন। আও শূয়ারকা—

গোরা। মৎ এগোও তালপাত সিং।

ভজন। কেয়া তালপাৎ তালপাৎ করতা? হাম ভজন সিং।

গোরা। হট যাও ভজন সিং। আউর এক প' এগুনেসে একদম রুটি বেলেঙ্গা।

ভজন। কেয়া 'বেলেঙ্গা'? ও কৌন্ চিজ্?

গোরা। আচ্ছা চিজ তালপাত সিং।

ভজন। ফিন তালপাৎ সিং? শালে, তোম্‌কো—

গোরা। এই ছাতু ভাল হোগা নেই।

ভজন। ছাতু কোন্ হ্যায় রে উল্লু? [প্রহারোদ্যোগ]

[গোরা তাহাকে যুযুৎসুর প্যাঁচ মারিয়া ফেলিয়া দিল, পরে কিল চড় লাথি মারিয়া প্রস্থান করিল]

ভজন। আরে বাপ্, হাড্ডি চুর দিয়া। এ গোবরধন ভাই, জরা পানি পিলা দেও আরে বাপ্।

[পর্দা নামিয়া আসিল]

তৃতীয় দৃশ্য।

সিদ্ধেশ্বর মণ্ডলের বাড়ী।

ভাদু বসিয়া গান গাহিতেছিল।

গান।

তোরা ডাক দিয়ে তোল্, ঘুমিয়ে আছে কলির ভগবান্।
বিনা মেঘে তাই ডাকে বাজ, মরুভূমে এল বান্।
সূর্য্য শশী দেয় না আলো, বায়ু ত আর বয়না,
ব্যাঙ ধরেছে প্রভাতী গান, কয়না কথা ময়না;
অনাছিষ্টি বিশ্বজোড়া, নেইক সহিস আছে ঘোড়া,
ভাঙ খেয়ে শিব পড়ে আছে, ঘুমন্ত তার চক্ষুকাণ॥

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। ভাদু, বাঁদরটা কোথায় গেল রে?

ভাদু। দাদার কথা বলছ? দাদা ত সেই ভোরবেলা ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর। গুষ্টীর মাথা করতে বেরিয়েছে। বন্যার্ত্তরা ওর চিতেয় জল ঢালবে। শূয়ারকে এখানে নিয়ে এসেই অন্যায় করেছি। আমি কি জানি, ওর এত গুণ! হেন দিন নেই যেদিন দু দশটা লোক এসে নালিশ না করবে। কেবলি খবর আসবে, কারও মাথা ফাটিয়েছে, না হয় কাউকে অপমান করেছে, নয় ত কারও ঘরে আগুন দিয়েছে। ডাক, শূয়ারকে ডেকে আন্। আজ ওরই একদিন কি আমারই একদিন।

ভাদু। আবার কি করেছে?

সিদ্ধেশ্বর। যা করেছে, তাতে আমার শুদ্ধ হাতে দড়ি না পড়ে। চণ্ডী পালের ঠাকুর নৌকো করে নিয়ে আসছিল, ঠাকুব ফেলে দিয়ে নৌকো ভর্ত্তি করে বন্যার্ত্ত নিয়ে এসেছে।

চূড়ামণির প্রবেশ।

চূড়ামণি: মহাপাপ, ঘোর মহাপাপ সিদ্ধেশ্বর। শাস্ত্রে এর কি প্রায়শ্চিত্ত লিখেছে জান? তুষানল!

সিদ্ধেশ্বর। আপনারা ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে সেই ব্যবস্থাই করুন না, আমি ত আপত্তি কচ্ছি না।

চূড়ামণি। এই প্রকার শাস্ত্রবিরোধী দেবদ্বেষী পাষণ্ডকে যে আশ্রয় দেয়, তারও পরিণামে অনন্ত নরক।

ভাদু। শাস্ত্রে নিশ্চয়ই এর বিকল্প আছে, না?

চূড়ামণি। তা আছে বই কি? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সবৎসা গাভী, স্বর্ণ উপবীত, স্বর্ণ কলস, বিশজোড়া বস্ত্র, একুশটি সোণার বিল্বপত্র—

ভাদু। আর একজোড়া হীরের খড়ম দিলেই দোষ কেটে যাবে। তাই করুন চূড়ামণি মশায়। বাবার এই শরীরে নরকভোগ সহ্য হবে না।

[প্রস্থান।

চূড়ামণি। সিধু, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমাকে কুম্ভী-পাক নরকে—

সিদ্ধেশ্বর। ওরে বাবা।

চূড়ামণি। যমদূতেরা তেলের কড়ায় ভাজছে।

সিদ্ধেশ্বর। মরে যাব। গাঁয়ে কি লোক নেই? ওকে ধরে তুষানলে ফেলে দিতে পারে না? ও মরুক, আমি কিচ্ছু বলব না।

চূড়ামণি। কত বড় বুকের পাটা বল দেখি। বলা নেই, কওয়া নেই, কতকগুলো বন্যার্ত্তকে এনে স্কুলঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। একটাকে

আবার বাবুর নহবৎখানায় ঠাঁই দিয়েছে। আরে ওরা হচ্ছে ভগবানের অবহেলিত জীব। ওরা জন্মেছেই ত মরতে। এর জন্য এত কেন? তুমি বললে বিশ্বাস করবে না সিদ্ধেশ্বর, কাল আমি বাড়ী ছিলুম না। এই গুণ্ডার দল আমার ব্রাহ্মণীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পাঁচ টাকা চাঁদা নিয়ে গেছে, আর আমার একখানা ধুতি।

সিদ্ধেশ্বর। শুধু কি এই? হতভাগা আজ গোবর্দ্ধন পাইককে ঠেঙ্গিয়ে এসেছে, ভজন সিংকে মেরে শুইয়ে দিয়েছে, তার উপর বাবুকে যা তা বলে অপমান করে এসেছে।

চূড়ামণি। বল কি হে? গাঁয়ের জমিদার, তাও যে সে জমিদার নয়, স্বয়ং অগ্নিবরণ কাঞ্জিলাল, তাকে অপমান করেছে তোমার ওই অপোগণ্ড ভাইপো গোরা। তবে আর কি? তোমার হয়ে গেল। চাকরী ত যাবেই, মাথাটা থাকলে হয়।

সিদ্ধেশ্বর। আপনি একটু বাবুকে বুঝিয়ে বলুন চূড়ামণি মশায়।

চূড়ামণি। শুধু বললে হবে না। দস্তুরমত গ্রহশান্তি করাতে হবে, নইলে মনিবের রোষ কাটবে না।

সিদ্ধেশ্বর। করুন আপনি গ্রহশান্তি। কি লাগবে বলুন।

চূড়ামণি। অন্যের কাছে পঞ্চাশ টাকা সওয়া পাঁচ আনা নিই, তুমি না হয় পঞ্চাশ টাকাই দিও।

সিদ্ধেশ্বর। পঞ্চাশ টাকা! মরে যাব চূড়ামণি মশায়। আমি দুটি টাকা দেব, আমায় রক্ষে করুন।

চূড়ামণি। কি পাগলের প্রলাপ বকছ? দু'টাকায় গ্রহশান্তি! এ কি অনন্ত শিরোমণি পেয়েছ? আমি বাঘাম্বর চূড়ামণি। মেরে কেটে চল্লিশ টাকায় নামতে পারি, তার কমে নয়।

সিদ্ধেশ্বর। এইজন্যেই শাস্ত্রে বলেছে,—"অসময়ে হায় হায় কেহ কারও নয়।" আচ্ছা,—আর্জ্জি লিখে এই তিন টাকা দু' আনা পেয়েছি,

দু' আনা বিড়ির জন্যে রেখে এই তিন টাকাই ধরে দিলুম। ওঃ—খরচা, কেবল খরচা! কুলাঙ্গারকে আমি জেল খাটাব।

চূড়ামণি। [টাকা কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া] আচ্ছা চলি। [স্বগত] গ্রহশান্তি করব না গুষ্ঠীর মাথা করব।

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ। আমারে ডাকছেন ক্যান্?

সিদ্ধেশ্বর। কে ডেকেছে তোমাকে?

বিনোদ। ক্যান্, আপনার পোলায় যে কইল।

সিদ্ধেশ্বর। পোলায় কইল, পোলার কাছে যাও।

চূড়ামণি। তুমি ত গোরার সাকরেদ।

বিনোদ। আইজ্ঞা হ।

চূড়ামণি। তা চাঁদা আদায় হচ্ছে কেমন?

বিনোদ। আপনার আশীর্ব্বাদে লোকে খুব দেয়।

চূড়ামণি। বেশ বেশ; এবার বিড়ির দোকানে দোতলা হবে বোধহয়।

বিনোদ। আপনার আশীর্ব্বাদের জোর থাকলে হালা সবই হইবার পারে।

চূড়ামণি। আহা, আশীর্ব্বাদ করব না? দেশে ঘন ঘন বন্যা হক, বাঙ্গালের বিড়ির দোকানে সোণার ছাদ হক।

বিনোদ। "বাঙ্গাল বাঙ্গাল" কর ক্যান্ ঠাকুর? আরে যাও কই? হালা সাত বাণ্ডিল বিড়ির পয়সা পাওনা। চৌদ্দ আনার পয়সা হালা দাও দেখি।

চূড়ামণি। পয়সা নিয়ে বেরিয়েছি না কি? কাল পাবি।

বিনোদ। কাইল কাইল ত রোজই কর। আইজ পয়সা না দিলে তোমারে কিলাইয়া সিদা করুম।

সিদ্ধেশ্বর। কেন ইৎরামি কচ্ছ? এটা ভদ্রলোকের বাড়ী। যাও বেরিয়ে যাও। যত সব ছোটলোক গুণ্ডা,—

[চূড়ামণির অলক্ষ্যে প্রস্থান।

বিনোদ। কি কমু তোমারে মশয়? তুমি গোরচান্দের কাহা, হালা বক্তিবাজোন—নাইলে এক গুষিতে তোমার বত্রিশটা দাত বাইঙ্গা দিতাম।

সিদ্ধেশ্বর। তোরাই গোরা শূয়ারকে আরও গুণ্ডা করে তুলেছিস।

বিনোদ। বেশ করছি, তুমি যা পার কইরো। গুণ্ডা! কেডা গুণ্ডা? এই গুণ্ডা আছিল বইলাই তোমরা জান মাল লইয়া ঘর করবার লাগছ। নইলে হালা জমিদার চাল কাইট্টা উড়াইয়া দিত।

সিদ্ধেশ্বর। চোপরাও বাঙ্গাল।

বিনোদ। বাঙ্গাল তোমার বাপের ঠাকুর। আবার বাঙ্গাল কইলে কিলাইয়া সিদা করুম।

গোরার প্রবেশ।

গোরা। বিনোদ! কার গায়ে হাত তুলছিস রে?

বিনোদ। ঘাইট হইছে। মাপ করেন কর্ত্তা। হালা ঠাকুর পলাইছে। বিড়ির পয়সা না দিয়া যাবি কই বাম্না? কিলাইয়া সিদা করুম। [প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। গোরা,—

গোরা। কি হয়েছে কাকা?

সিদ্ধেশ্বর। চণ্ডী পালের ঠাকুর নষ্ট করেছে কে?

গোরা। আমি।

সিদ্ধেশ্বর। ভজন সিং আর গোবর্দ্ধন পাইককে কে মেরেছে?

গোরা। সেও আমি।

সিদ্ধেশ্বর। বাবুকেও তুই অপমান করে এসেছিস?

গোরা। বাবুও ত আমায় সম্মান করে নি।

সিদ্ধেশ্বর। সম্মান করবে হারামজাদা? তুপুরুষ আগে যারা চালে উঠে ঘর ছাই ত, তাদের সম্মান করবে জমিদার অগ্নিবরণ কাঞ্জিলাল?

গোরা। এই হীনমন্যতাই তোমাদের সর্ব্বনাশ করেছে, কখনও কি মাথা তুলে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবে না তোমরা? বাপ জুতো পালিশ করত বলে ছেলেও তাই করবে? করেই যদি, তাতেই বা সে ছোট হল কিসে? বিলেতের প্রধানমন্ত্রী Ramsay Macdonald. অ্যামেরিকার প্রেসিডেণ্ট অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন কত ছোট ছিল, কেউ ত তাদের উঠতে বাধা দেয় নি।

সিদ্ধেশ্বর। বক্তৃতা রেখে দে। যদি ভাল চাস ত এখনি ছুটে যা; বাবুর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবি, আর বাবু যা বলেন তাই করবি।

গোরা। অন্যায় আমি করি নি, ক্ষমাও আমি চাইব না।

সিদ্ধেশ্বর। ও ব্যাটাদের সরাবি না?

গোরা। সময় হলেই সরাব, তার আগে নয়।

সিদ্ধেশ্বর। বেরিয়ে যা তবে আমার বাড়ী থেকে।

গোরা। বাড়ী ত একা তোমার নয়, আধখানা আমার দাও ভাগ করে। আর আমার মাতুল সম্পত্তি বিক্রি করে যে তিন হাজার টাকা পেয়েছ, তাও হিসেব করে চুকিয়ে দাও।

সিদ্ধেশ্বর। বলিস কি? বাড়ীর আধখানা! তোর বাপ যে তার অংশ আমায় বিক্রি করে গেছল, সেটা বুঝি জান না? আর মাতুল সম্পত্তি! এ তুবছর খেলি কি শুনি।

গোরা। আমায় ঘাটিও না কাকা। দলিল ফলিল শিকেয় তুলে রাখ; ঘুস দিলে সবই হয়। আদায় কি করে করতে হয়, তাও আমি জানি, কিন্তু তুমি গুরুজন, তোমাকে অসম্মান করতে আমি চাই না। কিন্তু আমাকে ঘাটালে আমি ভাল করে ওষুধ দিয়ে দেব।

সিদ্ধেশ্বর। এত বড় কথা বলিস তুই? আমাকে ওষুধ দিবি? আমি তোকে জেল খাটাব।

গোরা। খাটিও। এখন আমার অ্যাকাউণ্ট থেকে একশো টাকা দাও দেখি। বন্যার্ত্ত ভাণ্ডারে দেব।

সিদ্ধেশ্বর। একশো টাকা! একশো পয়সা চোখে দেখেছিস?

গোরা। তুমি ঘরামির ছেলে, তুমি না দেখতে পার। আমি দেখেছি। যাক, আমি এখন চললুম, বারোটা চল্লিশ মিনিটের সময় এসে টাকা নিয়ে যাব।

সিদ্ধেশ্বর। এক পয়সা দেব না।

গোরা। তাহলে মনে রেখো, আমি গোরাচাঁদ মণ্ডল। আমার আত্মীয় তুমিও যেমন, ওই সিরাজুদ্দিন খাঁও তেমনি।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। তবে তুই জেলের ঘানিই টানগে যা। অমন ভাইপো থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

ভাদুর প্রবেশ।

ভাদু। বাবা,—

সিদ্ধেশ্বর। কি হয়েছে?

ভাদু। পুলিশ দাদাকে খুঁজছে বাবা!

সিদ্ধেশ্বর। খুঁজবেই ত। ও আমি জানি।

ভাদু। তুমি এস না।

সিদ্ধেশ্বর। আমি আর গিয়ে কি করব? যা হবার হবে।

ভাদু। যা হবার হবে? পুলিশে দাদাকে ধরে নিয়ে যাবে, আর তুমি চুপ করে বসে থাকবে?

সিদ্ধেশ্বর। কি করব? তুমি ত জান ভাদু, তোমার বাবা প্রাণ গেলেও অন্যায়ের পোষকতা করবে না। সে যা করেছে, তাতে তার জেল না হলে অধর্ম্মে দেশ ছেয়ে যাবে। কাজেই দুঃখে বুক ফেটে গেলেও আমি নিরুপায় ভাদু, আমি নিরুপায়।

[**প্রস্থান**।

ভাদু। বাবার ধর্ম্মজ্ঞান বড় টনটনে হয়ে উঠেছে। ঘরামির ছেলে ত? বেশী আর কি হবে?

[**প্রস্থান**।

[পর্দ্দা নামিয়া আসিল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

জমিদার বাটী।

অগ্নিবরণের প্রবেশ।

অগ্নিবরণ। সব অকর্ম্মার ধাড়ি! উকিল মোক্তারগুলো কোন কাজেরই নয়। এত টাকা খরচ করে শুধু পনের দিনের জেল! এ ত দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে; তারপর এসে আবার গ্রামটাকে জ্বালাবে।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। বাবু, উকিলবাবু বলছেন আপীল করবেন।

অগ্নিবরণ। ওর বাপের শ্রাদ্ধ করবে। আপীল করলে এই পনের দিনের জেলও মকুব হয়ে যাবে। রায় দেবার সময় হাকিমের মুখের দিকে চেয়ে দেখেছিলে? নিতান্ত অনিচ্ছায় গোরাকে সে এই শাস্তি দিয়েছে। অনধিকার প্রবেশের জন্যে ত বেকসুর খালাস, শাস্তি হল শুধু চণ্ডী পালের ঠাকুর ভাঙ্গার অপরাধে।

সিদ্ধেশ্বর। উকিলবাবু, ইংরিজিতে দিব্বি কেটে বলেছেন, আপীল করলে কম করে দু বছরের জেল হবে।

অগ্নিবরণ। অর্থাৎ তার আরও হাজারখানেক টাকা চাই, আর তোমার কিছু বখরা চাই।

সিদ্ধেশ্বর। এ আপনি কি বলছেন বাবু? এ কথা শোনাও আমার মহাপাপ।

অগ্নিবরণ। উকিলবাবুকে বলগে যাও, আমার মামলা আর তাকে করতে হবে না। একটা সামান্য মামলায় সওয়াল করতে যে তিনবার জল খায়, তাকে আর আমার দরকার নেই।

সিদ্ধেশ্বর। কিন্তু আমি এখন কি করব বাবু? সে যে ফিরে এসে আমায় মেরে ফেলবে।

অগ্নিবরণ। মেরে ফেলে মরবে।

সিদ্ধেশ্বর। মরব?

অগ্নিবরণ। অত মরার ভয় থাকলে ভাইপোর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে গিয়েছিলে কেন?

সিদ্ধেশ্বর। আপনি ত সব জানেন। উকিলবাবু বললে,—তিনটে মামলায় ওর ন'বছর জেল হবে। ভাবলুম, ততদিনে আমার ভাদুও গায়ে পায়ে বেড়ে উঠবে। তাই ত হাকিমকে বললুম,—"গোরা আমার বাক্স ভেঙ্গে টাকা চুরি করেছে।"

অগ্নিবরণ। বেশ করেছে। এখন উকিলবাবু কি বলে?

সিদ্ধেশ্বর। বলেন আপীল—

অগ্নিবরণ। হবে না আপীল। অন্য উপায় দেখ।

সিদ্ধেশ্বর। থানায় ডাইরি করে রাখব বাবু?

অগ্নিবরণ। তাই রাখ গে যাও। বলবে, গোরা জেলে যাবার সময় বলে গেছে, এসে তোমায় খুন করবে।

সিদ্ধেশ্বর। তাই যাই তবে। বেরুতেও ত ভরসা হয় না। বিড়ির দোকান থেকে বাঙ্গাল ব্যাটা কটমট করে তাকায় আর খ্যাক খ্যাক করে কাসে। হে গুরুগোবিন্দ গদাধর, রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। জমিদার কি আমি না গোরা? যাকে খুশী মারবে, যাকে তাকে অপমান করবে, বাজার থেকে তোলা আদায় করে

বন্যার্ত্তদের খাওয়াবে,—এর কোন প্রতিকার হবে না? তবু আমি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার রায়বাহাদুর অগ্নিবরণ কাঞ্জিলাল? হয় এ আগাছা উপরে ফেলব, না হয় ভেঙ্গে ফেলব এ জমিদারির ঠাঁট।

চণ্ডী পালের প্রবেশ।

চণ্ডী। হায় হায় হায়।

অগ্নিবরণ। আবার "হায় হায়" কচ্ছেন কেন? গুণ্ডাটার ত জেল হয়েছে।

চণ্ডী। হায় হায় হায় বাবু, এ যে কচুরিপানার জাত। একটা যায় ত দশটা থাকে। সব ছাই করে ফেললেও শেকড় থেকে যায়।

অগ্নিবরণ। কি করেছে শেকড়?

চণ্ডী। আমার সর্ব্বনাশ করেছে বাবু। বন্ধকী গহনার সিন্ধুক তুলে নিয়ে গেছে। হায় হায় হায়।

অগ্নিবরণ। কে তুলে নিয়েছে?

চণ্ডী। তা কি দেখেছি? সকালে উঠে দেখি, সিন্ধুক নেই, সে জায়গায় একটা ছেঁড়া জুতোর মালা পড়ে আছে।

অগ্নিবরণ। ওই জুতোর মালা গলায় দিয়ে থানায় গিয়ে এজাহার দিয়ে আসুন।

চণ্ডী। এজাহার দিলে যে ধরে ঠ্যাঙ্গাবে বাবু। হায় হায় হায়। এখানে আসবার সময় বিড়ির দোকানের বাঙ্গালটা ফ্যা ফ্যা করে হাসছিল; আবার বলে, "কিলাইয়া সিধা করুম।"

অগ্নিবরণ। বাঙ্গালকে আজই তাড়াব। পদ্মাপার থেকে এসে এখানে গুণ্ডামি করবে, আর আমি তাই সহ্য করব? ব্যাটাকে আমি তলব দিয়েছি। আপনি আর দেরী করবেন না পাল মশায়। ভজুয়াকে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি; আপনি এক্ষুনি থানায় যান। সিন্ধুক আপনার পরশু চুরি হয়েছে।

চণ্ডী। আজ্ঞে না, কাল।

অগ্নিবরণ। না না পরশু। গোরাকে আপনি দেখেছেন সিন্ধুক চুরি করতে?

চণ্ডী। কই, আমি দেখি নি ত।

অগ্নিবরণ। না দেখলেও দেখেছেন।

চণ্ডী। হায় হায় হায়।

অগ্নিবরণ। গোরাকে ডাকাতির দায়ে ফেলা চাই। আর এই বাঙ্গালটাও তার সঙ্গে ছিল। বুঝেছেন কথাটা?

চণ্ডী। বুঝেছি। হায় হায় হায়।

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন। এল না হুজুর। বাঙ্গালটা দোকান ছেড়ে উঠলই না। আমি বললুম,—"হুজুর তোমাকে ডেকেছে, জলদি এস।"

অগ্নিবরণ। তবু এল না? কি বললে?

গোবর্দ্ধন। বললে, "কিলাইয়া সিধা করুম।"

চণ্ডী। ওই দেখুন বাবু; আপনাকেই এই কথা বলে, তাহলে আমাদের ত বলবেই। ও লোকটা দুনিয়ার কাউকেই গ্রাহ্য করে না। সব ব্যাপারে মাথা গলাবে আর "হালা হালা" করবে।

অগ্নিবরণ। তোকে না বলেছিলাম, না এলে ওকে কাণ ধরে নিয়ে আসতে?

গোবর্দ্ধন। কাণ ধরতে গিয়েছিলুম বাবু। ব্যাটা আমার মুখে থুথু দিয়ে দিলে।

অগ্নিবরণ। আর তুমি অমনি ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে এলে। গর্দ্দভ কোথাকার। বেরিয়ে যা আমার সম্মুখ থেকে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে কতকগুলো বাঁদর পুষেছি।

গোবর্দ্ধন। কি করব হুজুর? কাচ্চা বাচ্ছা নিয়ে ঘর করি, নইলে কি গোবর্দ্ধন পাইক এ বেয়াদবি সহ্য করে? দিন দুপুরে খুন করে ভাসিয়ে দেবে। কে যে কোথা থেকে কি কচ্ছে, কেউ জানে না। গোরাবাবু বিপদের সময় কাউকে এগিয়ে দেয় না; একাই মাথা দেয়। গাঁয়ের গরীব দুঃখী আর কেউ না খেয়ে নেই হুজুর। হারু কামারের বউটা তিকীচ্ছের অভাবে মরে যাচ্ছিল; সকালে উঠে দেখে ঘরের দোরে ওষুধ আর ব্যবস্থাপত্তর পড়ে আছে। নবদ্বীপ পোদ্দার চড়া সুদে টাকা ধার দিত; রাত্রে কারা এসে তার সমস্ত দলিল চুরি করে নিয়ে গেছে।

চণ্ডী। আমারও ত সিন্দুক নিয়েছে। হায় হায় হায়।

অগ্নিবরণ। তোর মহাভারত শেষ হয়েছে? না আরও আছে।

গোবর্দ্ধন। অনেক আছে বাবু। বিপিন ডাক্তার বাজে ওষুধ দিয়ে বেশী দাম নিত আর রোগীকে ভোগাত। অন্ধকারে তার একটা ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছে।

চণ্ডী। এ সব তুমি বলছ কি?

গোবর্দ্ধন। পালের পো, একটু সাবধানে চলাফেরা করো। তোমার জন্যে গোরাবাবুর জেল হয়েছে। সবাই বারুদ হয়ে আছে। সিন্দুক ত গেছেই, প্রাণটা না যায়।

চণ্ডী। ও গোবর্দ্ধন, তুমি বলছ কি? হায় হায় হায়, বাবু, তাহলে থানায় গিয়ে আর কাজ নেই। শেষে কি প্রাণটা যাবে?

অগ্নিবরণ। আমি থাকতে আপনার ভয় কি?

চণ্ডী। আজ্ঞে বাবু, যদি অভয় দেন তো বলি। আপনি ত আর এখন জমিদার নন, জমিদার ত দেখছি ওই গোরাচাঁদ মণ্ডল।

অগ্নিবরণ। এতবড় কথা বলতে তোমার সাহস হল চণ্ডী পাল? বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।

চণ্ডী। আপনিও সাবধানে থাকবেন বাবু। হায় হায় হায়।

[প্রস্থান।

মুসলমানের বেশে বাদলের প্রবেশ।

বাদল। হুজুর, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

গোবর্দ্ধন। কি হয়েছে?

বাদল। উকিলবাবুর কাছারী ঘরে আগুন লেগেছে। বাক্স-ড্যাক্স আলমারী, বই কেতাব সব পুড়ে ছাই।

অগ্নিবরণ। সর্ব্বনাশ, আমার সমস্ত মামলার দলিল যে সেখানে। গোবর্দ্ধন, গাড়ী ঠিক করতে বল।

গোবর্দ্ধন। গাড়ী ঠিক আছে।

বাদল। যান হুজুর। উকিলবাবু শুধু আপনার দোহাই পাড়ছে আর হায় হায় করছে। আমি আর দেরী করতে পারি না। কেউ এক বালতি জল নিয়ে এগিয়ে আসছে না। বলে,—ও ব্যাটা গোরাকে জেল দিয়েছে, ওর সব পুড়ুক! শুনুন মশায়, এ কি একটা কথা হল? দেখি আমি যদি দু বালতি জল ঢেলে দিতে পারি। হাজার হক. পড়শী ত', না কি বল গদাধর হালুই?

গোবর্দ্ধন। গদাধর হালুই কে বললে? আবার নাম গোবর্দ্ধন পাইক।

বাদল। চলনা একবার। তোমাদেরই ত উকিল বটে। বিড়িওয়ালাকে বললুম, "এস না ভাই।" বলে,—"কিলাইয়া সিধা করুম।" আচ্ছা, আপনারা আসুন, আমি চলি, আদাব।

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। যা যা, গাড়ী আনতে বল। এ কি, আমার ঘড়ি চন? এইমাত্র টেবিলে রেখেছিলাম যে। [পকেট হাতড়াইয়া] না, কাথাও ত নেই।

গোবৰ্দ্ধন। আর কোথাও রেখেছেন বোধহয়।

অগ্নিবরণ। না না, আমি এইখানেই রেখেছি। দেড় হাজার টাকার ঘড়ি, আর এক হাজার টাকার চেইন। দেখ, দেখ্ ছোঁড়াটাকে দেখ।

গোবৰ্দ্ধন। সে কি আছে হুজুর? সাইকেলে চড়ে হাওয়া!

অগ্নিবরণ। এত সাহস হবে তার? কার ছেলে?

গোবৰ্দ্ধন। আমি ত চিনি না।

অগ্নিবরণ। চিনিস না? তবে যে পরিচিতের মত কথা বলে গেল?

গোবৰ্দ্ধন। আমি ভেবেছি, আপনার চেনা লোক!

অগ্নিবরণ। তুমি একটি গরু।

ভজনসিংহের প্রবেশ।

ভজনসিং। চিট্‌ঠি হুজুর! আভি একঠো লেড়কা লোক যানেকো বখত দে গিয়া। [পত্র দান]

অগ্নিবরণ। [পত্র পড়িলেন] "হুজুর, শুধু ঘড়ি নিয়ে পোষাল না, আপনার ট্যাক্সিখানাও নিয়ে গেলাম। দুঃখ করবেন না। আমি আপনারই একজন হিন্দু প্রজা।"

ভজন ও গোবৰ্দ্ধন। অ্যাঁ!

অগ্নিবরণ। একটা ছেলে আমাকে বোকা বানিয়ে গেল! ছি ছি ছি!

[সকলের প্রস্থান।

[পৰ্দ্দা নামিয়া আসিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জেলারের বাসা।

[একরাশ কাপড় গোরাকে কাচিতে দেওয়া হইয়াছে। গোরা বসিয়া একমনে রামপ্রসাদী গান গাহিতেছে।]

গান।

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পড়ে
আবাদ করলে ফলত সোণা।
কালী নামে দেওয়া বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না,
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।
অদ্য অব্দ শতাব্দে বা বাজাপ্ত হবে জান না,
আছে একতারে মন, এই বেলা তুই
চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা।"

হর্দ্দম খাঁর প্রবেশ।

হর্দ্দম। এই,—

গোরা। কি?

হর্দ্দম। গান গাইছিস যে বড়?

গোরা। প্রাণে স্ফুর্ত্তি জাগল, তাই গেয়ে নিলুম।

হর্দ্দম। স্ফূর্ত্তি! জেলে এয়েছ স্ফূর্ত্তি করতে?

গোরা। নয় ত কি হর্দ্দম খাঁ? পয়সা খরচ করে কিছু লেখাপড়া শিখেছিলুম। কিন্তু রাশি রাশি কেতাব পড়েও এত জ্ঞান ত কখনও পাই নি যা এই পাঁচদিনে পেলুম। কি আলেখি কাণ্ড বাবা! গাড়ী গাড়ী মাছ মাংস আসছে, টন টন দুধ আসছে, কত কম্বল, কত ওষুধ, কত জামা কাপড় আসছে; অথচ যাদের জন্যে

আসছে, তারা কেউ পাচ্ছে না। মাছ মাংস ছুটে পালায়, দুধ উড়ে যায়, জামাকাপড় হামাগুড়ি দিয়ে অফিসারদের বাড়ীতে গিয়ে উঠে।

হর্দ্দম। জেলার বাবু এ কথা শুনতে পেলে তোর পিঠের ছাল তুলে নেবে বদমাস।

গোরা। কেন বাবা হর্দ্দম খাঁ, বেশ ত স্তব গান কচ্ছি। এইগুলোকেই সংস্কৃত করে বললে চমৎকার মন্ত্র হবে। দেখি একটা বিড়ি ফিড়ি দাও।

হর্দ্দম। বিড়ি খাবি ব্যাটা? ভাল করে খাইয়ে দেব।

গোরা। কেন বাপ? জেলে ত কিছুই বাদ নেই দেখছি। বিড়ি তামাক মদ জেনানা—পয়সা ছাড়লে সবই ত মেলে দেখছি। আইন কানুন শুধু আমার মত ছিঁচকে কয়েদীদের জন্যে। আবার যখন আসব, কিছু পয়সা নিয়ে আসব হর্দ্দম ভাই। তুমি এখনও দশ বিশ বছর আছ ত?

হর্দ্দম। সে খোঁজে তোর দরকার কি? এইছিস্ ত মোটে পনের দিনের জন্যে। এ সব ছ্যাচরা কয়েদীর সঙ্গে আমরা কথাও কই না। কি করব? সুপুরি ঠনঠন সাহেব পাঠিয়ে দিলে। বলে জেলার সাহেবের বাসায় নতুন কয়েদীটা কি কচ্ছে দেখে আয়।

গোরা। তা দেখবে বই কি? জেলের কর্ত্তাই ত তুমি।

হর্দ্দম। হেঃ হেঃ হেঃ।

গোরা। আচ্ছা হরদম খাঁ, এত নাম থাকতে তোমার এ নাম হল কেন? তুমি বুঝি হরদম খাও?

হর্দ্দম। কোন্ বেকুব বলে?

গোরা। এই জেলার সাহেবই বলছিল। বলে, "ও ব্যাটা এক মিনিট না খেয়ে থাকতে পারে না; ইঁট কাট কয়লা যা পায়, তাই খায়। ওর বাপ ছিল ডোম আর মা সাঁওতাল।"

হর্দ্দম। এই কথা বলেছে জেলার? ও ব্যাটা নিজে কি আমি জানি না? ওই যে মেমসাহেব বিনুনী ঝুলিয়ে আলতা পরে ফটাস ফটাস করে দালানে পাইচারী করে, ও কার মেয়ে জান? ধোপার মেয়ে। আর ও নিজে নমঃশূদ্দুর। তাই কি বে' হয়েছে? ছাই আর পাঁশ!

গোরা। অ্যাঁ, বল কি হরদম ভাই? ধোপার বেটী আমাকে দিয়ে কাপড় কাচিয়ে নিচ্ছে?

হর্দ্দম। তুমি কেচো না, কি করবে তোমার?

গোরা। যদি মারে?

হর্দ্দম। তুমি আইন দেখিয়ে দেবে। গরমিনের কড়া হুকুম, কোন অফিসারের বাসায় কয়েদী নিয়ে খাটাতে পারবে না। এ ব্যাটারা সবাই একজোট হয়ে বে-আইনি কচ্ছে। এই নমঃশূদ্দুদের বিবি আমাকে দিয়ে দু'বচ্ছর নোংরা কাপড় কাচিয়েছে। আজ আমি মেট হয়েছি, তবে ছাড়ান পেয়েছি।

গোরা। তাহলে কাজটা বে-আইনি? আচ্ছা, তবে রইল এই কাপড়।

হর্দ্দম। এই নাও, বিড়ি খাও। [বিড়ি দিয়া ধরাইয়া দিল]

গোরা। দেখ ভাই হর্দ্দম, আমি ত আর দু'দিন আছি। যাবার আগে ভাই তোমার জন্যে বড় কান্না পাচ্ছে।

হর্দ্দম। আমারও পাচ্ছে ভাই।

গোরা। আবার মাঝে মাঝে আসব আমি।

হর্দ্দম। তা আসবে বই কি? এখানকার স্বাদ একবার যে পেয়েছে, তাকে ফের আসতে হবে।

গোরা। আচ্ছা হরদম ভাই, এই যে সব মাল পত্তর চুরি হয়, এ সব যায় কোথায়?

হর্দ্দম। আর বল কেন? ডাক্তার ছু' আনা, সুপুরি ঠনঠন চার আনা, অ্যাসিষ্টন সুপুরী ঠনঠন ছু' আনা, ওয়াডার এক আনা, জেলার ছ' আনা, আর বাকি সব পুলিশ জমাদার ফমাদাররা পায়। আজই ত এক গাড়ী ছিট কাপড় বখরা হয়েছে।

গোরা। কই জেলার সাহেবের বাসায় ত কিছু আসে নি।

হর্দ্দম। তোমাকে দেখিয়ে আসবে না কি? খিড়কির দরোজা দিয়ে কিছু এসে গোয়ালঘরের মেজের নীচে জমা হয়েছে, আর বাকিটা চলে গেছে গিরিধারিলাল বাটপাড়িয়ার গুদামে।

গোরা। সে আবার কোথায়?

হর্দ্দম। সে কি এখানে! বনগাঁর কাছে। ওই জেলার ব্যাটা আসছে। এই, এই, কাজ কচ্ছিস্ না কেন?

গোরা। পারলে ত করব।

জেলারের প্রবেশ।

জেলার। পারলে ত করবে? নাত জামাই এলেন আমার।

হর্দ্দম। দেখছেন সাহেব? মেম সাহেব মোটে এই কুড়িখানা কাপড় আর চারটে বিছানার চাদর কাচতে দিয়েছে। সব পড়ে আছে। সকাল থেকে এই বেলা চারটে পর্য্যন্ত একখানা কাপড় কেচে বসে বসে গান গাইছে।

জেলার। এই হারামজাদা,—

গোরা। গাল দেন কেন হুজুর? ভদ্রভাবে কথা কইতে শেখেন নি?

হর্দ্দম। বলিস কি রে? হুজুরকে এত বড় কথা!

জেলার। চাবুক নিয়ে আয়।

হর্দ্দম। যাচ্ছি সাহেব। এ হল কি? কয়েদী বলে হুজুরকে অভদ্দর?

জেলার। তুই চাবুক আন।

হর্দ্দম। বেশ করে ঘা কতক দিয়ে দিন। ব্যাটা আর দু দিন পরে চলে যাবে। যাবার সময় গায়ে দাগ কেটে দিন। হতভাগা, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি। এ কি তোর বামুন কায়েত জেলার? এ নমঃশূদ্দুর জেলার।

জেলার। বেরো ব্যাটা শূয়ার।

হর্দ্দম। বেরুব? আগে চাবুক আনি, পিঠের ছাল তুলুন, তার-পর বেরুব।

[প্রস্থান।

জেলার। কি নাম তোর?

গোরা। ভদ্রভাবে কথা কও, নইলে জবাব পাবে না।

জেলার। ব্যাটা কয়েদী ভদ্র হয়েছে!

গোরা। চুরিও করি নি, জালিয়াতিও করি নি, মানুষ দেবতার জন্যে মাটির দেবতাকে অবহেলা করে জেলে এসেছি। এমন অপরাধ আমি সারাজীবনই করব, আমার তাতে লজ্জা নেই জেলার সাহেব। কিন্তু তোমরা যারা কয়েদী ঠ্যাঙ্গাচ্ছ, একবার নিজেদের বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, কোন্ জেল তোমাদের উপযুক্ত।

জেলার। কি বললি?

গোরা। কারা খায় কয়েদীদের দুধ মাংস মাছের অধিকাংশ, কারা চুরি করে তাদের জন্যে আনা কাপড় জামা কম্বল, কারা পাচার করে বাক্স বাক্স খাঁটি ওষুধ?

জেলার। চোপরাও বদমায়েস।

গোরা। এমনি করেই তোমরা ডাণ্ডা মেরে মুখর কয়েদীদের ঠাণ্ডা করে দাও। কিন্তু আমি সে জাতের কয়েদী নই। মুখ বুজে অন্যায় সইতে আমার জন্ম হয় নি। যে জাতের ছেলে সুভাস বোস,

কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, আমি সেই ডানপিটের জাত; আমায় একটা চড় মারলে আমি দেব দুটো, আর একটা দেব সুদ।

জেলার। বটে! মজাটা দেখাচ্ছি। কাপড় কাচিস নি কেন?

গোরা। কেন কাচব? আমি সরকারের কয়েদী, তোমার বউয়ের কয়েদী ত নই।

জেলার। শালা বলে কি?

গোরা। সরকার তোমাকে মাইনে দেয় না শালা? চাকর রাখবার পয়সা জোটে না? না জোটে, তোমার বউয়ের কাপড় তুমি নিজে কাচবে। [লাথি মারিয়া কাপড় সরাইয়া দিল]

জেলার। তবে রে উল্লুকের বাচ্ছা—

গোরাকে লাথি মারিতে উদ্যত হইল। গোরা তাহাকে ফেলিয়া দিয়া বেদম প্রহার করিল]

চাবুকহস্তে হর্দ্দম খাঁর প্রবেশ।

হর্দ্দম। এই—এই—সাহেবকে মেরে ফেললে। [নিজেও দুই একটা লাথি মারিল] এই ভেঁপু সিং, পাগলা ঘন্টি লাগাও। সাহেবকে লাথি মেরে, মেরে ফেলেছে। যা ব্যাটা যা; দেখবি এখন মজা।

গোরা। মজাটা আমিই দেখাচ্ছি। আজ থেকে আমি তোমার বারান্দায় অনশন করে রইলুম, স্বয়ং ম্যাজিষ্টেট না আসা পর্য্যন্ত আমি জলগ্রহণ করব না। দেখি তোমাদের দাঁত ভাঙ্গতে পারি কি না।

[প্রস্থান।

হর্দ্দম। উঠুন সাহেব,—বড্ড লেগেছে কি? এত রক্ত কিসের? আরে বাপ্‌রে, একটা দাঁত ভেঙ্গে গেছে যে।

জেলার। ব্যাটাচ্ছেলে, তোকে কখন চাবুক আনতে বলেছি?

হর্দ্দম। মেমসাহেব যে পেয়ারা পেড়ে দিতে বললেন হুজুর, তাইতে দেরী হয়ে গেল। ইস; এমন করে মেরেছে? লাথির চোটে দাঁত ভেঙ্গে গেল?

জেলার। লাথি নয়, ঘুষি।

হর্দ্দম। মুখে যে পায়ের দাগ রয়েছে সাহেব। [জেলার মুখ মুছিয়া ফেলিল] এই, এই ভেপুসিং, পাগলা ঘন্টি লাগাও। সাহেবকে লাথি—[পাগলা ঘন্টি বাজিতে লাগিল]

জেলার। ধেৎ, লাথি লাথি কচ্ছে।

[সকলের প্রস্থান।

[পর্দ্দা নামিয়া আসিল]

তৃতীয় দৃশ্য।

জমিদার বাটী।

[রায়বাহাদুর অগ্নিবরণ ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মত পায়চারি করিতেছিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর গড়াইয়া গিয়াছে।]

অগ্নিবরণ। মরে গেছে রায়বাহাদুর অগ্নিবরণ কাঞ্জিলাল। নইলে তারই জমিদারীতে লোকে তার দোহাই দেয় না, দেয় গোরার দোহাই! দিন দুপুরে আমার ঘড়ি ট্যাক্সি চুরি করে নিলে, আর কেউ তা দেখতেই পেলে না? বলবে না, দেখে থাকলেও কেউ বলবে না।

চূড়ামণির প্রবেশ।

চূড়ামণি। বাবু,—হাঃ হাঃ হাঃ।

অগ্নিবরণ। হাসছেন কেন?

চণ্ডী পালের প্রবেশ।

চণ্ডী। হাসির কথাই যে বাবু। হিঃ হিঃ হিঃ।

অগ্নিবরণ। হয়েছে কি?

চূড়ামণি। হাঃ হাঃ হাঃ।

চণ্ডী। হিঃ হিঃ হিঃ।

অগ্নিবরণ। কথাটা ত আগে বলবেন।

চূড়ামণি। কথাটা হচ্ছে হাঃ হাঃ হাঃ।

চণ্ডী। গোরাচাঁদ গুণ্ডা হিঃ হিঃ হিঃ।

অগ্নিবরণ। গোরার কি হয়েছে?

চূড়ামণি। কি না হয়েছে, তাই বলুন; হাঃ হাঃ হাঃ।

চণ্ডী। কমসে কম দশ বচ্ছর; হিঃ হিঃ হিঃ।

অগ্নিবরণ। হাসি রাখুন; অগ্নিবরণ কাঞ্জিলাল আপনাদের ইয়ারকির পাত্র নয়।

চূড়ামণি। তা ত বটেই, তা ত বটেই।

চণ্ডী। বাবু আমাদের ভক্তিভাজন।

অগ্নিবরণ। খুব হয়েছে। এবার খবরটা বলুন।

চূড়ামণি। বাবু, গোরা জেলের মধ্যে জেলারকে খুন করে ফেলেছে।

অগ্নিবরণ। বলেন কি? কে বললে?

চণ্ডী। আমাদের পাড়ার দীনু মোড়ল আজ জেল থেকে বেরিয়ে এসে বললে। সহরময় হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। শুনেই আমি উকিলবাবুর বাড়ী ছুটে গেলুম। উকিলবাবু "বললেন,—ফাঁসী যদি না-ও হয়, দশটি বচ্ছর জেল।"

অগ্নিবরণ। কবে এ ঘটনা হয়েছে?

চণ্ডী। আজ সাতদিন। এ যে হতেই হবে। দেবীর অপমান। কাল আমি স্বপ্ন দেখেছি, দেবী বলেছেন,—আমি ওর দশ বচ্ছর জেল দিয়ে দেব।"

চূড়ামণি। আরে তুমি ত স্বপ্ন দেখেছ। আমি যে এদিকে বাবুর কল্যাণে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করেছি, সে খবর রাখ? তিনদিন নিরম্বু উপবাস করে ঠাকুরের কাছে শুধু এই নিবেদন করেছি,—"ঠাকুর, আমার বাবুর প্রতিষ্ঠা যে চূরমার করেছে, তাকে ধ্বংস কর।" এই রকম যে হবে, ও আমার জানাই ছিল।

চণ্ডী। আমারও জানা ছিল চূড়ামণি মশায়!

অগ্নিবরণ। মোকদ্দমার সময়ও ত আপনাদের জানা ছিল, গোরার দশ বছর জেল হবে।

চূড়ামণি। সেই দশ বছরই এবার—

চণ্ডী। পুষিয়ে যাচ্ছে।

চূড়ামণি। কেন বকছ পালের পো? যা বলবার বলেছ ত। এইবার যাও না, আমাদের গোপন কথা আছে।

চণ্ডী। বাবু, আর এখন কিসের ভয়? এইবার এই সিরাজ ব্যাটাকে নহবৎখানা থেকে তাড়িয়ে দিন।

অগ্নিবরণ। কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন। আগে নহবৎখানা মুক্ত করি, তারপর ইস্কুল ঘর।

চূড়ামণি। [স্বগত] এঃ, কথাটা ত আমিও বলতে পারতুম। তিলি ব্যাটা খুব মেরে দিলে।

অগ্নিবরণ। পাল মশায়, আপনি এক্ষুনি সিরাজকে ডেকে দিয়ে যান।

চণ্ডী। নিশ্চয়ই, এ ত আমার কর্ত্তব্য।

[চূড়ামণির দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া প্রস্থান।

চূড়ামণি। ডেকে ত আমিও দিতে পারতুম বাবু। ওই তিলি ব্যাটাকে—

অগ্নিবরণ। আপনি এখন আসুন।

চূড়ামণি। বাঙ্গালটাকে ডেকে দেব বাবু?

অগ্নিবরণ। কেন?

চূড়ামণি। বেশ করে চাবকে দিন। ব্যাটা আপনার নামে যা খুশী তাই বলে।

অগ্নিবরণ। ডাকতে হবে না। সে এখনি সিগারেটের দাম নিতে আসবে। আপনি যেতে পারেন।

চূড়ামণি। তাহলে শান্তিস্বস্ত্যয়নের খরচটা দিতে হুকুম করুন।

অগ্নিবরণ। শান্তিস্বস্ত্যয়ন কি সত্যই করেছেন না কি?

চূড়ামণি। না করলে গোরা জেলারকে খুন করলে কেন?

অগ্নিবরণ। এ একটা অকাট্য প্রমাণ বটে। আচ্ছা, জেলটা আগে হক, তারপর খরচা পাবেন।

চূড়ামণি। [স্বগত] পাষণ্ড! উচ্ছন্ন যাবে।

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ। এ ঠাকুর, হালা বিড়ি খাইছ, দাম দিতে পার না।

চূড়ামণি। যা যা, এখন জেলে যাবার জন্যে তৈরী হ। তোর দলপতি—

বিনোদ। হালা দলপতি আবার কেডা? আমি ঢাকার পোলা, শাখারীটোলার বিনোদ, আমার আবার দলপতি!

চূড়ামণি। গোরা তোর কে তবে?

বিনোদ। আমার বাই, তোমার বাই, হগল হালার বাই। ট্যার পাও না কিছু? গেরামের কি ছিরি করছিলা তোমরা, আর অহন কি হইছে।

অগ্নিবরণ। তুমি পদ্মাপারের লোক, আমার গ্রামের কথায় তোমার কাজ কিহে ছোকরা?

বিনোদ। জমিদারবাবু, আমার বাবায় কইত, যেহাতে তেরাত্তির থাকবি, হেই তোর ঘর। তিন বচ্ছর এহানে বিড়ির দোকান করছি; ছাতাও আর হয় না; এই হালারা ধার খাইয়াই আমারে শেষ কইরা দিল। কিন্তু যাইতেও পারি না। হালার পাখী পাখরা আমারে চিনে, পথ আমারে ডাহে, বিহানে উঠলে পারার ছ্যামরা-ছমরীরা কেও কয় দাদা, কেও কয় "কাহা"; হালা লাফাইয়া কান্ধে ওঠবার চায়। মনে মনে কই, হালা সগ্গো ত এইখানে, এই বাড়িতে।

অগ্নিবরণ। তোমার যে বড় ডাঁট; ডাকলে গ্রাহ্য কর না।

বিনোদ। ডাকেন ক্যান্? আমি ত আপনার চাকরও না, হালা খাজনাও বাকি থুই না।

চূড়ামণি। এ দর্প থাকবে না শূয়ার। যার জোরে তুই লম্ফঝম্ফ করিস, সে কি করেছে জানিস্?

বিনোদ। কি করেছে?

অগ্নিবরণ। জেলারকে খুন করেছে।

বিনোদ। খুন করে নাই, লাইথ্যাইয়া দাঁত ভাঙ্গছে।

চূড়ামণি। তাই কি কম হল? এবার দশ বচ্ছর জেল।

বিনোদ। জেল তার হয় কি জেলারের হয় দেখ না। ম্যাজিষ্টর সাহেব হুকুম দিছে জেলারের তদন্ত করতে। তারপর কি হইছে জানেন? বস্তা বস্তা কাপড় চুরি ধরা পরছে। এই দেখেন জমিদারবাবু। [খবরের কাগজ অগ্নিবরণের হাতে দিল] পড়েন; আমি সরকার মশায়ের থনে টাহাটা নিয়া যাই।

চূড়ামণি। কিসের কাগজ বাবু?

অগ্নিবরণ। বিশ্ববন্ধু কাগজের টেলিগ্রাম।

চূড়ামণি। কি লিখেছে?

অগ্নিবরণ। লিখেছে, আপনার শান্তিস্বস্ত্যয়নের ফল ফলেছে। জেলারের বাসায় কয়েদীকে কেন শাড়ী কাচতে বাধ্য করা হয়, তার জন্য কৈফিয়ং চাওয়া হয়েছে। আর জেলের অফিসারদের চুরি ধরা পড়েছে। যাও ঠাকুর, ভাল করে শান্তিস্বস্ত্যয়ন কর গে।

চূড়ামণি। নিশ্চয়ই কোথাও কেউ অনাচার করেছে। নইলে এ কখনও হয়? এ কি অনন্ত শিরোমণির শান্তিস্বস্ত্যয়ন? অনাচার, নিশ্চয়ই কোথাও অনাচার হয়েছে। [প্রস্থান।

আদমের প্রবেশ।

আদম। বাবাকে ডাকছেন হুজুর?

অগ্নিবরণ। তুমি সিরাজের ছেলে? কোথায় তোমার বাপ?

আদম। বাবার জ্বর হুজুর।

অগ্নিবরণ। ও সব আমি শুনব না। এখুনি তোদের বেরিয়ে যেতে হবে।

আদম। কোথায় যাব হুজুর?

অগ্নিবরণ। যেখানে খুশী; আমি তার কি জানি?

আদম। আপনার প্রজা আমরা হুজুর। বড় বেকায়দায় পড়েছি; নইলে এখানে আসতুম না। ভাইটা মরমর, তা না হলে পরের ঘরে থাকতুম না। আপনি মা বাপ, আমাদের আপনি না রাখলে কে রাখবে? মেহেরবানি করুন হুজুর। [পায়ে ধরিল]

অগ্নিবরণ। বেরিয়ে যা হারামজাদা। [পা দিয়া ঠেলিয়া দিলেন]

আদম। গাল দিচ্ছেন কেন হুজুর? গাল ত চাষাভূষোরা দেয়। আপনি ভদ্রলোক।

অগ্নিবরণ। চোপরাও শূয়ারকা বাচ্ছা।

আদম। শূয়ারকা বাচ্ছা আপনি।

অগ্নিবরণ। কি?

সিরাজের প্রবেশ।

সিরাজ। ও আদম, চলে আয় বাপজান, চলে আয়। আজই আমরা চলে যাই চল।

আদম। না যাব না। গোরাদাদা বলে গেছে, তার হুকুম না পেলে যেন আমরা না যাই।

অগ্নিবরণ। তোদের জমিদার গোরা না আমি?

সিরাজ। আপনি হুজুর, আপনি। কি করব হুজুর? ছোট ছেলেটা সকাল থেকে চোখ খুলছে না। তা হক, আমরা চলে যাচ্ছি, রাস্তায় গিয়ে মরব। আয় বাপজান।

আদম। না, যাব না। কেন যাব? জমিদারের ছেলের পৈতে, ভাইপোর অন্নপ্রাশনে আমরা নজর দিই নি? আজ আমরা বিপদে পড়েছি, জমিদার দেখবে না?

অগ্নিবরণ। না দেখব না। বেশী পাকামো করলে তোকে ভালো করে শিক্ষা দিয়ে দেব বাঁদীর বাচ্ছা।

আদম। তবে রে শালার জমিদার—[মুষ্টি তুলিয়া আগাইয়া গেল, সেই মুহূর্ত্তে অগ্নিবরণের পিস্তলের গুলি তাহার বক্ষোভেদ করিল] আ—আ—আঃ। [পতন]

সিরাজ। মেরে ফেললে হুজুর? জোয়ান ছেলেটারে মেরে ফেললে? আদম, ওরে বাপজান, [পুত্রের আহত দেহের উপর লুটাইয়া পড়িল]

আদম। বাবা, গোরাদাদা যা বলে, তাই করো। তার সাথে বেইমানি করো না। আঃ—বাপজান, যতদিন বেঁচে থাকবে, জমিদারের এই কসুর তুমি মাপ করো না।

সিরাজ। কেন আমি এখানে এয়েছিনু? শুধু শুধু তোকে ডাকি দিনু? হুজুর, মেরেছ ভালই করেছ। গরীব লোকের বেঁচেই বা কি হত? হুজুর, ছেলেটা খাবি খাচ্ছে, একটু পানি দাও।

আদম। ওর পানি আমি খাব না। আল্লা। [মৃত্যু]

সিরাজ। যাঃ, শেষ হয়ে গেল। আদম, ওরে আদম।

[অগ্নিবরণ বিভিন্ন দ্বার দিয়া প্রস্থান করিতে চেষ্টা করিলেন। এক এক দ্বার দিয়া এক একজন আসিয়া পথরোধ করিল—বিনোদ, বাদল, ভাতু এবং সর্ব্বশেষ গোরা।]

অগ্নিবরণ। গোরা!

গোরা। আমি এসেছি।

[গোরা ও অগ্নিবরণ পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। পর্দ্দা নামিয়া আসিল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

কবরখানা।

[সিরাজ বসিয়া আছে। তাহার দুইচোখ দিয়া শ্রাবণের ধারা বহিতেছে। নেপথ্যে বৈরাগী গাইতেছিল।]

গান।

জীবন হতে মরণ ভালো, তোমায় যদি পাই,
মরব আমি হাসিমুখে দুখের মুখে দিয়ে ছাই।
জীবন শুধু ব্যথায় ভরা,
দুঃখভুবন বসুন্ধরা,
দুঃখহরণ চিরশরণ, তুমি ছাড়া কিছুই নাই।

সিরাজ। কেন তোর এ মতি হল বাপজান? কখনও ত কারও সঙ্গে ঝগড়া করিস নি। নসীব তোকে কেন টেনে নিলে হুজুরের সামনে? না গেলে ত অমনডা হত না। কেন তুই বুঝলি নি বাপজান—মোরা গরীব, মোদের কথা কেউ ভাবে না, মোরা যা করি ব্যাবাক আলেখ্যা? আর বেঁচেই বা কি ফয়দা হত? ছেলেবেলা থেকে কখনও দু বেলা পেট ভরে খেয়েছিস কি না জানি না; কেউ একটা ভাল মুখে কথাও কয় নি। ঘুমো বাপজান, কবরের তলায় শান্তিতে ঘুমো।

ভাদুর প্রবেশ।

ভাদু। ঘরে চল চাচা; আর কতক্ষণ এখানে বসে থাকবে?

সিরাজ। কোথায় ঘর? কার ঘর? ঘরই যদি আমার থাকবে, তবে হুজুরের নোবৎখানায় মরতে আসব কেন, কেন তার সঙ্গে আদমের কথা কাটাকাটি হবে। কিচ্ছু নেই বাপজান, মোদের জন্যে

ভর ছুনিয়ার কিচ্ছু নেই। এ ছুনিয়ার গাঙের পানি, গাছের জল কিছুই মোদের নয়।

ভাহু। সবারই মধ্যে তোমাদের ভাগ আছে চাচা। আদায় করতে জান না, তাই পাও না। আর কেঁদো না, এস; খোকার খুব জ্বর উঠেছে।

সিরাজ। উঠুক জ্বর, মরুক; ও ত মরবেই। যত শীগ্‌গির যায়, ততই ভাল। বুড়োবুড়ী রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াব আর ঘরে ঢুকব না। গরীবের ঘরে ছেলেপুলে হওয়া মহাপাপ। আদম মরেছে, কদম মরবে না? ছু ভাই পাশাপাশি ঘুমিয়ে থাক। আমি কাঁদব না, একটুও কাঁদব না। [হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল]

বাদলের প্রবেশ।

বাদল। চাচা, শীগ্‌গির এস, চাচী অজ্ঞান হয়ে গেছে।

সিরাজ। আমি তার কি করব? মরতে দাও। আর বেঁচে কি হবে? ছেলেডারেই বা তোমরা ওষুধ দিচ্ছ কিসের তরে?

বাদল। ভেঙ্গে পড়ছ কেন চাচা? পড়েছ তাতে ভয় কি? আবার উঠবে। জল নেমে গেছে, ছু একদিনের মধ্যে তোমাদের বাড়ীতে রেখে আসব।

সিরাজ। বাড়ী যাব? কাকে নিয়ে যাব? আদম মরেছে, কদম মরবে, বুড়ীও বাঁচবে না। আর ঘরে যাব না বাপজান, আর ঘরে যাব না।

ভাহু। জান বাদল, বাবা আজ হাজতে জমিদারবাবুর সঙ্গে দেখা করেছেন? বাড়ীতে এসে চূড়ামণি আর চণ্ডী পালের সঙ্গে ফুস্থর ফাস্থর করে কি সব পরামর্শ হচ্ছিল।

বাদল। এই শোন চাচা। নিশ্চয়ই এরা মামলা ফাঁসাবার চেষ্টা কচ্ছে। এ সময় তুমি যদি কাবু হয়ে পড়, তাহলে দোষী হয়ত

খালাস পেয়ে যাবে। লোকটা যদি কেটে বেরিয়ে আসতে পারে, তাহলে ওর দাপটে গাঁয়ে আর কেউ বাস করতে পারবে না। যাও ঘরে যাও, আমি ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছি। [প্রস্থান।

ভাদু। দেরী করো না চাচা। আমি চাল আনতে যাচ্ছি। চাচীর মাথায় জল দাও গে। [প্রস্থান।

সিরাজ। অনেকদিন বেঁচে গেলাম খোদা, এবার এ জীবনের খতম কর মেহেরবান্।

সিদ্ধেশ্বর। আহা-হা!

চূড়ামণি। ওঃ—কি সর্ব্বনাশটা হয়ে গেল!

চণ্ডী। দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে সিরাজ।

চূড়ামণি। আমার যা হচ্ছে, সে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পাচ্ছি না পালের পো।

সিদ্ধেশ্বর। আপনাকে বলব কি চূড়ামণি মশায়, আমি আর সেদিন থেকে ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে পাচ্ছি না। হাসপাতালে যখন কাটাছেঁড়া করলে, আমি আড়াল থেকে দেখেছিলুম। ওঃ— পেটটাকে যখন চিরে ফেললে—

সিরাজ। চুপ্, চুপ্; আর বলো না।

চূড়ামণি। চুপ কর সিধু, আমার মাথা ঘুরছে।

চণ্ডী। আমি চোখের উপর সে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি, আর আমার নিজেরই মরতে ইচ্ছে হচ্ছে।

চূড়ামণি। [স্বগত] ইস্, ভাল ভাল কথাগুলো সব বলে ফেললে।

চণ্ডী। ছেলেটি বড় ভাল ছিল; জানলেন চূড়ামণি মশায়, আমাকে জ্যাঠামশায় বলতে অজ্ঞান।

সিদ্ধেশ্বর। আমার ত ঘরের ছেলে বললেই হয়। ভাদুর সঙ্গে খুব ভাব ছিল কিনা।

চূড়ামণি। [স্বগত] এ ব্যাটাও কম যায় না। আমিই ঠকে গেলাম দেখছি।

চণ্ডী। শোন্ সিরাজ, তোকে একটা কথা বলি।

চূড়ামণি। তুমি চুপ কর; আমি বলছি।

চণ্ডী। কেন, আমি বলতে জানি নে?

চূড়ামণি। কেন বাজে বকছ? অনেক কথাই ত বলেছ। এখন যাও না। আমি সব গুছিয়ে বলছি।

সিদ্ধেশ্বর। দেখ্ সিরাজ,—

চূড়ামণি। থামো সিধু, ছেলেমানুষি করো না। আমার একটা কথা শোন সিরাজ।

সিরাজ। কি বলছেন?

চূড়ামণি। দেখ্, যা হবার—

চণ্ডী। তা ত হয়েই গেছে।

চূড়ামণি। তুমি বড় বাচাল পালের পো। বলছিলাম কি সিরাজ, যতই আমরা হা-হুতাশ করি আর চোখের জল ফেলি, সে ত আর ফিরবে না।

সিদ্ধেশ্বর। যম যাকে নেয়, সে আর ফেরে না।

চূড়ামণি। আঃ, কথাটাই বলতে দাও। বাবুকে তুমি দেখ নি সিরাজ। তুমি আব তোমার ছেলের জন্য কতটুকু কাঁদছ? বাবুর চোখের জলে হাজত ঘর ভেসে গেছে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কেবল কান্না, কেবল কান্না।

সিরাজ। বারণ করে দাও, বারণ করে দাও। আমার ছেলের জন্যে কাঁদলে আমি তাকে খুন করব।

সিদ্ধেশ্বর। অমন কথা বলতে নেই সিরাজ।

চণ্ডী। হাজার হক, তিনি দেশের রাজা।

চূড়ামণি। তাঁকে জেল খাটিয়ে তোর কি লাভ হবে বল্? আমাদের আদম ত আর ফিরবে না।

সিরাজ। না-ই ফিরুক, তবু যে শয়তান মিনি দোষে আমার বাপজানকে খুন করেছে, তার শাস্তি আমি দু'চোখ মেলে দেখতে চাই।

চূড়ামণি। তা ত বটেই, তা চাইবি বই কি? ছেলে বলে কথা, আর অমন ছেলে,—

চণ্ডী। এ গাঁয়ে যার তুলনা নেই।

চূড়ামণি। কিন্তু গোড়ায় দোষটা কার, সেই কথাটা ভেবে দেখ দেখি। আর কি জায়গা ছিল না যে তোকে বাবুর নহবৎখানায় এনে ঢুকিয়ে দিলে?

সিদ্ধেশ্বর। আমার গোয়াল ঘরে এখন ত গরু নেই, সেখানেও ত নিয়ে যেতে পার ত।

চণ্ডী। আমাকে বললে আমিও ত আড়তের একটা ঘর দিতে পারতুম।

চূড়ামণি। কাজেই আসলে দোষটা হল গোরার। আমার ত মনে হয়, ও হতভাগার মৎলব খারাপ ছিল।

চণ্ডী। ছিল মানে? এখনও আছে।

সিদ্ধেশ্বর। ভবিষ্যতেও থাকবে।

সিরাজ। যাও যাও, যা তা শুনতে ভাল লাগে না। বানে যখন আমার বাড়ী ঘর ভেসে গেল, তখন আপনারা কোথায় ছিলে? কাউকে ত একবার "আহা" বলতে শুনি নি।

চূড়ামণি। তুই জানিস না সিরাজ, কত তোর জন্যে আমরা কেঁদেছি।

চণ্ডী। এখনও কাঁদছি।

সিদ্ধেশ্বর। ভবিষ্যতেও কাঁদব।

চূড়ামণি। তুই আপনারজন, তাই তোর জন্যে এত আমাদের মাথা ব্যথা। নইলে কত লোকের ছেলে অপঘাতে মচ্ছে, কে তার জন্যে নিঃশ্বাস ফেলে? কথাটা বুঝে দেখ্ সিরাজ; বাবুকে ফাঁসী দিয়ে তোর ত কোন লাভ নেই। অমন জোয়ান ছেলে চলে গেল, এখন তোর উপায় হবে কি? কে খাওয়াবে তোকে?

সিরাজ। সে জন্যে তোমাদের ভাবতে হবে না।

চণ্ডী। কি যে বল সিরাজ? আমরা ভাববনা ত ভাববে কে?

চূড়ামণি। বাবুকে বলে কয়ে যাতে তোর আর খেটে খেতে না হয়,—

চণ্ডী। সে ব্যবস্থা আমরা করেছি।

চূড়ামণি। কথার উপর কথা বল কেন? ঐ তোমার এক রোগ।

সিদ্ধেশ্বর। তুমি রাজি হয়ে যাও সিরাজ।

সিরাজ। কি রাজি হব?

চূড়ামণি। দারোগার কাছে যা বলেছিস্ বলেছিস্। হাকিমের কাছে বলবি যে দারোগা তোকে মিথ্যে জবানবন্দী দিতে বাধ্য করেছিল; বাবু আদমকে খুন করে নি।

সিরাজ। খুন করে নি? তবে সে খামকা মরে গেল?

চণ্ডী। খামকা মরবে কেন? খামকা কি কেউ মরে?

চূড়ামণি। কথা হচ্ছে এই, তাকে খুন করেছে—বল না হে সিধু।

সিদ্ধেশ্বর। তাকে খুন করেছে গোরা।

সিরাজ। [সগর্জ্জনে] কি বললে? [তিনজনে ভয়ে দুরে সরিয়া গেল] চালাকি মারতে এয়েছ? যে আমার কলিজার রক্ত শুষে নিলে, তাকে আমি বাঁচাব; আর যে আমার বিপদের সময় বুক পেতে দেছে তাকে ফাঁসিয়ে দেব? কবরের কাছে এয়েছি, শুধু শুধু ধর্ম্ম খোয়াব?

সিদ্ধেশ্বর। শুধু শুধু নয় সিরাজ। বাবু তোকে এই পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন, ধর।

সিরাজ। তোমার ট্যাকায় আমি—

চণ্ডী। বুঝেছি, কারে ফেলে আরও কিছু বাগিয়ে নিতে চাও। দাও হে, আরও দু হাজার দিয়ে দাও।

সিদ্ধেশ্বর। এই নাও, সাত হাজারই হল। আর কি পায়ের উপর পা দিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দাও।

চূড়ামণি। কি হল? কবরের দিকে চাইছিস্ কি? টাকা নে।

সিরাজ। আমি পারব না, আমি পারব না।

চূড়ামণি। দাও পূরোপূরি দশ হাজার দিয়ে দাও।

সিরাজ। দশ হাজার!

সিদ্ধেশ্বর। তার উপর বাবু তোর বাড়ীও করে দেবেন; এক পয়সা খাজনাও আর দিতে হবে না।

সিরাজ। ইয়া আল্লা!......দশ হাজার......কি বলতে হবে?

চূড়ামণি। কিচ্ছু না; শুধু বলবি, তোর সামনে গোরা তোর ছেলেকে খুন করেছে, বাবু বরং বাঁচাতে গিয়েছিলেন। বল্, রাজি?

সিরাজ। দশ হাজার! আচ্ছা—রা—রাজি।

চূড়ামণি, চণ্ডী, সিদ্ধেশ্বর। সাধু, সাধু।

[পর্দা নামিয়া আসিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হাজত ঘর।

[বন্দী গোরা, গরাদের বাইরে বিনোদ, বাদল, ও ভাদু দাঁড়াইয়া আছে।]

বিনোদ। তুমি হুকুম দ্যাও গোরা, হালারে আমি কিলাইয়া সিধা করুম। হালায় আদালতে খারাইয়া সোজা কইয়া গেল, গোরা ওর পোলারে খুন করছে? আমি ওর ঘর জ্বালাইয়া দিমু, ওর দারি ছিরুম।

বাদল। চীৎকার করো না বিনোদ দা ; এখানে দেয়ালের কাণ আছে।

বিনোদ। আছে ত আছে ; কোন হালারে আমি বয় করি না। আমি ঢাকার পোলা, শাখারীটোলার বিনোদ, হাকিম হুকুম পুলিশ ফুলিশ কিলাইয়া সিধা করুম।

বাদল। আমি ভাবছি, কি করে এ অসম্ভব সম্ভব হল ? সিরাজ গোরাদার বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষী দিলে ?

ভানু। টাকা দিয়ে ভুলিয়েছে। আমি ওদের কথাবার্ত্তা শুনেছি। বাবা চূড়ামণিকে বলেছিলেন,—দশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

বিনোদ। তর্ বাপেরে আমি কিলাইয়া—

গোরা। আঃ—বিনোদ,—

বিনোদ। তুমি মানুষ না কি ? একবার মুহের কথা কও না দেহি, হালা সিরাজেরে আমি গাঙের জলে চুবাইয়া মারুম, জমিদার হালারে জ্যাস্ত কবর দিমু।

বাদল। তুমি চুপ কর না বাঙ্গাল দা।

বিনোদ। বাঙ্গাল বাঙ্গাল করবি না বাদলা। আমি ঢাকার পোলা, বয় কারে কয় হালা আমি জানি না। জমিদারের গুষ্ঠি আমি শ্যাষ করুম। চূড়ামণি চণ্ডীপাল আর ভাউন্থার বাপেরে আমি কিলাইয়া সিধা করুম, দেহি, কোন হালা আমার কি ছাতা করবার পারে ?

জমাদারের প্রবেশ।

জমাদার। এই, কাঁহে চিল্লাচিল্লি করতা ?

বিনোদ। তুমি হালা বোঝবা কি ?

জমাদার। বাহার যাও।

বিনোদ। এই, হাত ধর মৎ। কিলাইয়া সিধা করুম হালা। চিনতা নেহি, হাম ঢাকার পোলা হ্যায় ?

গোরা। যাও বিনোদ, বাইরে যাও। কারও সঙ্গে ঝগড়া করো না! দোকান তুলে দিয়ে তুমি আর কোথাও চলে যেও; নইলে তোমারও রক্ষে নেই। তুমি চূড়ামণির গলায় গামছা দিয়েছ, সে তোমায় শান্তিতে থাকতে দেবে না।

বিনোদ। হুঃ, ছাতা করব আমার। হালা গো আগে কিলাইয়া সিধা করি, তারপর ঢাকার পোলা ঢাকায় চইল্যা যামু।

জমাদার। চলা আও।

বিনোদ। টানতা কাঁহে? হাম্ ত নিজের গরজেই যায় গা হালা। [বিনোদ ও জমাদারের প্রস্থান।

গোরা। ভাদু,—

ভাদু। বল দাদা।

গোরা। যদি পারিস, আমার একটা কথা রাখিস্। কাকা যখন থাকবেন না, তখন আমার পাওনা যা হয়, এই সেবাদলকে দান করে দিস্। বাদল, যত ঝড় ঝাপটাই আসুক, গাঁয়ের দুঃখীদের কখনও ভুলিস নে; আর যারা অন্যায় করবে, তাদের নিক্তি ধরে ওজন করে শাস্তি দিবি। মনে রাখিস কবির সে কথা,—"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

বাদল। এ সব কথা কেন বলছ দাদা? বিচারে তুমি নিশ্চয়ই খালাস পাবে।

গোরা। আমি জানি, খালাস আমি পাব না। এ দেশের বিচার প্রহসন মাত্র! পয়সা পেলে এ দেশের পুলিশ দিনকে রাত করতে পারে।

বাদল। পয়সা ত আমারও খরচ করতে পারি। ট্যাক্সি বেচে সেদিন ত সাত হাজার টাকা পেয়েছি।

গোরা। সে টাকা আমাদের নয়, গরীব দুঃখীর। তোরা যা ভাই। যে আগুন আমি জ্বালিয়ে গেলাম, তাকে নিভতে দিস নি।

ভাদু। দাদা,—

গোরা। কাঁদিস নি ভাদু। বাদল, ভাদুকে নিয়ে যা। কেন তোরা আকুল হচ্ছিস্ বোকা? আমি মরব না রে, আমি মরব না; আমি বাংলার দুরন্ত ছেলে—চিরদিন ছিলাম, চিরদিন আছি, চিরদিনই থাকব। শাসনচক্রের অত্যাচারে আমার দেশবাসী যেখানে ত্রাহি রবে আর্ত্তনাদ করবে আমিই সেখানে গুলির সামনে বুক পেতে দেব। সমাজের অনুশাসনে যেখানে আমার দেশের মানুষ জর্জ্জরিত হবে, আমিই সেখানে অত্যাচারীর গলা টিপে ধরব। কাঁদিস নে তোরা, কাঁদিস নে। আমি এই দেহটা নই; আমি অমর, আমি অক্ষয়। "নিত্যসর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোয়ং সনাতনঃ।"

[বাদল ও ভাদু পায়ের ধুলা লইয়া চলিয়া গেল।

গোরা। দুশো বছর পরে বিদেশী শাসকেরা চলে গেছে। দেশী কুকুরগুলোর হাত থেকে কবে আমার দেশবাসী মুক্তি পাবে? কবে কালোবাজার থাকবে না, ওষুধে কেউ ভেজাল দেবে না, ঘাটে ঘাটে পাণ্ডাদের পূজো দিতে হবে না? কবে মানুষ মানুষ হবে?

চণ্ডী পালের প্রবেশ।

চণ্ডী। ভাল আছ বাবাজী?

গোরা। ভালই আছি পাল মশায়। আপনার শরীর গতিক ভাল?

চণ্ডী। শোন কথা; তোমার এই দুরবস্থা, আমি কি করে ভাল থাকব?

গোরা। তা ত বটেই। আপনার সঙ্গে ত আত্মীয়তা বড় কম হয় নি।

চণ্ডী। ইস্, তোমাকে এমনি করে রেখেছে? ব্যাটাদের একটু দয়া-মায়া নেই? হলই বা খুনী, বি-এ পাশ ত বটে। খেতে টেতে দেয় ত?

গোরা। আজ্ঞে না, কিচ্ছু দেয় না, শুধু জল খেয়ে আছি।

চণ্ডী। আহা হা, দারোগা কি বলে হে? ফাঁসী টাসী হবে না ত?

গোরা। ফাঁসী ত হবেই, আরও কিছু হতে পারে।

চণ্ডী। ওঃ, শুনে বুক ফেটে যাচ্ছে।

গোরা। বুকটা চেপে ধরুন। মরে গেলে পাপের পয়সা খাবে কে?

চণ্ডী। পাপের পয়সা কি রে ছুঁচো?

গোরা। তবে তোমার ভাবনা নেই। ও সব একা তোমায় ভোগ করতে হবে না।

চণ্ডী। তুমি মরে ভূত হয়ে ভোগ করবে বুঝি?

গোরা। আমি ভোগ করব না। যাদের ঠকিয়ে সিন্ধুক বোঝাই করেছ, তারাই ভোগ করবে।

চণ্ডী। অ্যাঁ!

গোরা। হাঁ করলে কেন? কথাটা বুঝলে না? আমি যাদের রেখে গেলাম, তারাই তোমার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে।

চণ্ডী। কি ব্যবস্থা করবে রে শূয়ার?

গোরা। আমার একটা কিছু হয়ে যাক, তারপর দেখতে পাবে। তোমার বন্ধুদেরও বলে দিও, আদালত তাদের শাস্তি দিলে না, তাবলে শাস্তি তারা এড়াতে পারবে না।

চণ্ডী। হ্যাঁ হে ছোকরা, আমার সিন্ধুকটা কোথায় নিয়ে রেখেছ?

গোরা। প্রশান্ত মহাসাগরের তলায়।

চণ্ডী। মরতে বসেছ, এখনও চালাকি? মারব এক—

গোরা। থূঃ—[মুখে থুথু দিল]

চণ্ডী। থুথু দিলি যে? আমি তোকে—

জমাদারের প্রবেশ।

জমাদার। বাহার যাও উল্লু। [চণ্ডী পালের ঘাড়ে ধরিল]

চণ্ডী। দেখ ত জমাদার সাহেব, শুধু শুধু আমার মুখে কতক গুলো সিকনি দিয়ে দিলে।

জমাদার। তোম্ হিঁয়া কাঁহে আয়া? ভাগো বদমাস্।

চণ্ডী। হ্যাঁ বাবা, বদমাস বই কি, তুমি যখন বলছ। আচ্ছা নমস্কার। [চণ্ডী ও জমাদারের প্রস্থান।

[পর্দ্দা নামিয়া আসিল]

তৃতীয় দৃশ্য।

জমিদার বাড়ী।

অগ্নিবরণের প্রবেশ।

অগ্নিবরণ। এমনি করে আমার জমিদারীর মধ্যে যত আগাছা গজিয়ে উঠবে, আমি নির্ম্মম হাতে তা উপড়ে ফেলে দেব। যারা জানে না, তারা ভাল করে জেনে নিক যে অগ্নিবরণ কাঞ্জিলাল এখনও মরে নি।

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন। গোরাবাবুর ফাঁসীর হুকুম হল বাবু?

অগ্নিবরণ। হবে না? আমার জমিদারীতে বাস করে আমার সঙ্গে শয়তানি?

গোবর্দ্ধন। আপনার কিছু হবে না ত বাবু?

অগ্নিবরণ। আমার আবার কি হবে?

গোবর্দ্ধন। না, বলছিলাম—খুন ত আপনিই করেছিলেন।

অগ্নিবরণ। করলুমই বা। জমিদারী করতে গেলে অমন অনেক খুন খারাপি করতে হয়।

গোবর্দ্ধন। তা বটে। তবে ফাঁসীটা না হলেই ভাল হত।

অগ্নিবরণ। তোকে না সেদিন সে মেরেছিল?

গোবর্দ্ধন। তা মেরেছিল বটে। কিন্তু লোকটা আসলে খুব খারাপ ছিল না বাবু। আপনারা দশ বছরে যা করতে পারেন নি,

সে দু বছরেই তা করেছিল। আবার দোকানী তেলে ভেজাল দেবে, চালে কাঁকর মেশাবে, মাষ্টার পড়াবে না, সুদখোর ভিটে মাটি উচ্ছন্ন করবে, পুলিশ ঘুষ নেবে।

অগ্নিবরণ। তোর যে দরদ উথলে উঠল। এমনি করে আমি সব আগাছা নির্ম্মূল করব।

গোবর্দ্ধন। আগাছাই বটে। কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি সিরাজের কাণ্ড দেখে। গোরাবাবু ওর জন্যে কি না করেছে? তাকেই ও ফাঁসিয়ে দিয়ে এল?

অগ্নিবরণ। দশ হাজার টাকা পেলে সবাই তা পারে।

গোবর্দ্ধন। না বাবু, সবাই পারে না।

অগ্নিবরণ। যা যা, এখন সিদ্ধেশ্বরকে ডেকে নিয়ে আয়।

গোবর্দ্ধন। আমি আর যাব না, অন্য কাউকে পাঠান।

অগ্নিবরণ। কি বললি? জুতিয়ে সোজা করব।

গোবর্দ্ধন। মানুষ চলে গেছে বাবু, আজ আর আপনার চোখ রাঙানির জবাব দিতে কেউ নেই। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্দিও থাকবেন না। গোরাবাবুর ফাঁসীর হুকুম শুনে বাঙ্গাল বিড়িওয়ালা ক্ষেপে গেছে।

অগ্নিবরণ। তুই যাবি কি না তাই বল।

গোবর্দ্ধন। একেবারেই চলে যাচ্ছি বাবু। আপনি বামুন হয়ে যা করলেন, আমাদের মত ছোটলোকেও তা করতে পার ত না। আপনার মত লোকের চাকরি করাও মহাপাপ। শাস্তি আপনি পাবেন, এপারে না হয় ওপারে। [প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। এ হল কি? আমি কি সত্যই মরে গেলুম।

সিরাজের প্রবেশ।

সিরাজ। হুজুর, এ কি রকম ব্যাপার হল হুজুর?

অগ্নিবরণ। কি হয়েছে?

সিরাজ। দোকানে দশ টাকার নোট ভাঙ্গাতে গেলুম, দোকানী বললে, জাল নোট; আর একখানা দিলুম, সেটাও জাল। ললিত সাকে চুপি চুপি ডেকে এনে নোটগুলো দেখালুম। সে দেখে বললে, সব নোট জাল। এ কি রকম হল হুজুর? মোরে কি জাল নোট দিয়ে ভুলিয়েছেন আপনারা?

অগ্নিবরণ। নোট যে দিয়েছে, তার কাছে যা।

সিরাজ। আপনি কিছু জান না?

অগ্নিবরণ। না।

সিরাজ। "না" বললেই আমি শুনব?

অগ্নিবরণ। না শুনিস্, ভজন এসে কাণ ধরে রাস্তায় নামিয়ে দেবে। যা বেরো বলছি।

সিরাজ। এখন ত বলবেই; কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরুলে পাজী। যাচ্ছি আমি সিধু মোড়লের কাছে। যদি সে পাল্টে না দেয়, তার ত দফা-রফা করবই; তোমাকেও রেহাই দেব না।

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। ভজন সিং,—কে?

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ। আমি হুজুর; নমস্কার।

অগ্নিবরণ। বাঙ্গাল বিড়িওয়ালা?

বিনোদ। আইজ্ঞা হ।

অগ্নিবরণ। রাত্রিবেলা কি মনে করে?

বিনোদ। বিড়ির দোকান তুইল্যা দিলাম হুজুর। ঢাকার পোলা ঢাকায় চললাম। আপনার জমিদারীতে অনেকদিন থাইক্যা গেলাম, যাওয়ার সোমায় একবার দেহা কইর্যা যাওয়া ত উচিত;

অগ্নিবরণ। দেখা ত হয়েছে; এবার এস।

বিনোদ। একটু সাবধানে থাকবেন হুজুর। লোক ত আপনি ভালো না; নিজে খুন কইরা গোরারে ফাসাইলেন।

অগ্নিবরণ। বেরিয়ে যা বদমাস।

বিনোদ। বদমাইস্ আমি হালা? পথেও হাগবা, আবার চোখও রাঙাইবা? কিলাইয়া সিদা করুম। চণ্ডী পালের পাও ভাঙ্গছি, চূড়ামণির কাণ কাটছি, তোমার কি করুম হালা?

অগ্নিবরণ। এই ভজনসিং,—

বিনোদ। চুপ্। চ্যাচাইলেই গুলি করুম। [বাঁ হাতে পিস্তল বাগাইয়া ধরিল] আদালত তোমারে খালাস দিছে, কিন্তু আমি দিমু না। পরাণে তোমারে মারুম না। তোমার শাস্তি এই-- [এ্যাসিডভরা পিচকারি বাহির করিল]

অগ্নিবরণ। কি ও?

বিনোদ। হালা নাইট্রিক অ্যাসিড।

[অগ্নিবরণের মুখে নাইট্রিক অ্যাসিড ছিটাইয়া দিয়া জানালা দিয়া প্রস্থান]

অগ্নিবরণ। উঃ—ভজনসিং, পুলিশ পুলিশ! ধর্ ধর্, পালালো। উঃ—জ্বলে গেল, চোখ মুখ জ্বলে গেল। সব অন্ধকার! [পতন]

[পর্দ্দা নামিয়া আসিল]

চতুর্থ দৃশ্য।

জেল হাজত।

[ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিতেছে। কম্বলের বিছানায় পাথরে মাথা রাখিয়া গোরা অঘোরে ঘুমাইতেছে। মাথার কাছে একখানা "গীতা" খোলা পড়িয়া আছে। পাশের রাস্তা দিয়া গঙ্গাস্নান যাত্রী গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে; গোরার তবু ঘুম ভাঙ্গে না।]

গান:

মাগো, এবার তবে আসি,
এ জনমের মত আমার শেষ হল মা কান্নাহাসি।
তুই কাঁদিস নে মা মিছে,
আমি রইব মা তোর পিছে,
স্নেহের ডোরে তুই ত আগে আমায় দিলি ফাঁসী।
শারদ প্রাতে আকাশ যখন থাকবে মাগো নীল,
সবাই যখন হাসে নাচে খুশীতে ঝিলমিল,
আমায় তখন জানি মনে পড়বে,
হাসি আমার শিউলি হয়ে ঝরবে,
মিঠে সুরে তখন আমার বাজবে বাঁশের বাঁশী।

হর্দ্দম খাঁর প্রবেশ।

হর্দ্দম। এখনও ঘুমুচ্ছে। আর আধঘণ্টা পরে যার ফাঁসী হবে, সে ঘুমোয় কি করে? এদের সবই তাজ্জব ব্যাপার! [মুখে টর্চ্চ্ লাইট ফেলিল] কি আশ্চর্য্যি, মুখে এতটুকু চিন্তার রেখাও নেই; যেন কত শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। না বাবা, এ লোক কিছুতেই খুন করে নি। কি কেতাব রে বাবা? [বই তুলিয়া] গীতা? হেঁদুর শাস্তর! [মাথা ঠেকাইল] তোবা, তোবা, এ সোমায় মানুষ শাস্তর পড়তে পারে? বাবু, গোরাবাবু, ওঠ বাবু,—

অ্যাসিট্যাণ্ট্ জেলারের প্রবেশ।

জেলার। শালা এখনও ঘুমুচ্ছে! ন্যাকামি! ওঠ্ হারামির বাচ্ছা,— [পা দিয়া ঠেলিয়া দিল]

হর্দ্দম। আহা-হা, ঠোক্কর মাচ্ছেন কেন? লোকটা মরেই ত যাবে।

জেলার। থাম্ ব্যাটা বাচাল।

হর্দ্দম। [স্বগত] ব্যাটা নমঃশূদ্দুর কবে মরবে রে? পীরের সিন্নি দেব। [গোরা উঠিয়া বসিল, চারিদিকে চাহিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল]

গোরা। ও—হ্যাঁ; কটা বাজে ভাই।

হর্দ্দম। পাঁচটা বেজে গেছে বাবু।

গোরা। কখন ফাঁসী হবে হর্দ্দম ভাই?

হর্দ্দম। আর একঘণ্টা পরে বাবু।

গোরা। মুখ ধোবার জল দেবে?

জেলার। আর জল দেয় না। বালা পরাও।

হর্দ্দম। অমন কচ্ছেন কেন সাহেব? আর ত একঘণ্টা।

জেলার। তর্ক করিস না; মারব এক লাথি।

হর্দ্দম। [স্বগত] খোদা, এই বাঁদীর বাচ্ছার ফাঁসী হয় না?

গোরা। চলেই যাচ্ছি সাহেব! ছিলে জেলার, হয়েছ অ্যাসিট্যাণ্ট। আর কিছুদিন বেঁচে গেলে তোমায় রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে যেতে পারতুম।

জেলার। কি?

গোরা। আজ আর তোমার মত লোকের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে নেই। শুধু এইটুকু বলে যাই,—আমি মরেও বেঁচে থাকব, বার বার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। মুক্তি তুমি পাবে না। হর্দ্দম ভাই,—[হাত দুটি আগাইয়া দিল]

হর্দ্দম। বাবু! [হাতকড়া দিল]

জেলার। নিয়ে আয়; বাইরে মিলিটারি অপেক্ষা কচ্ছে। [প্রস্থান।

হর্দ্দম। সত্যই কি আপনি খুন করেছেন বাবু?

গোরা। না হর্দ্দম; খুন করেছে জমিদার অগ্নিবরণ কাঞ্জিলাল।

হর্দ্দম। শাস্তিও সে পেয়েছে বাবু। এই খবরের কাগজখানা পড়ে দেখুন। [গোরার হাতে কাগজ দিল; গোরা পড়িল]

"পাকিস্তানী গুণ্ডার লোমহর্ষণ অত্যাচার!"

গত রাত্রে বিনোদ নামে এক ঢাকাইয়া বাঙ্গাল রতন গাঁ গ্রামে একঘণ্টার মধ্যে তিনটি দুষ্কর্ম্ম করিয়া পাকিস্তানে চম্পট দিয়াছে।

দুর্ব্বৃত্ত চণ্ডী পালের একটি পা একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, চূড়ামণি মহাশয়ের একটি কাণ সমূলে কাটিয়া ফেলিয়াছে, এবং রতন গাঁয়ের জমিদার রায় বাহাদুর অগ্নিবরণ কাঞ্জিলালের চোখ মুখ অ্যাসিডে পোড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুরের দুটি চোখই নষ্ট হইয়াছে। দুর্ব্বৃত্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া পুলিশ সাহেবের নিকট চিঠি লিখিয়া গিয়াছে; উপসংহারে লিখিয়াছে—"আমি ঢাকার পোলা; কোন হালারে বয় করি না। আর একবার আইস্যা সিদ্ধেশ্বর মণ্ডলেরে কিলাইয়া সিধা করুম।"

[বাইরে একটা ঘণ্টা বাজিল]

গোরা। চল যাই।

হর্দ্দম। বাবু, দোষ ঘাট অনেক করেছি; কিছু মনে রেখো না।

গোরা। আবার আসব আমি, বারে বারে আসব এই দেশের মাটিতে। হর্দ্দম ভাই, যদি পার আমার গীতা খানা গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিও। চল; "আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে সকল দেশ।"

[হর্দ্দম সহ প্রস্থান।

[নেপথ্যে ছয়টা বাজিল ও যবনিকা নামিয়া আসিল]